রাঁচি, শুক্রবার
25:08:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>309 >>07 Vadra 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩০৯ >> << ০৭ই, ভাদ্র ১৪৩০>>

ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে কুস্তি লড়তে পারবে না, মমতার নিন্দা

কলকাতা : গতকাল চাঁদের বুকে সফলভাবে অবতরণ করে ভারতের মহাকাশযান চন্দ্রযান৩। এমন অর্জনে বিশ্বব্যাপী প্রশংসার পরদিনই একটি দুঃসংবাদ পেল ভারতের ক্রীড়াঙ্গন। সেটি হলো, ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের সদস্যপদ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে 'ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিং'। সম্প্রতি নারী কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তাসহ একাধিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে ফেডারেশন, যে কারণে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। আর নির্বাচন না করায় সদস্যপদ স্থগিত করা হলো। আগামী মাসে সার্বিয়ার বেলগ্রেডে ওয়ার্ল্ড রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিংয়ের এই সিদ্ধান্তের কারণে ভারতের কুস্তিগিরেরা দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। অবশ্য দেশের নাম না নিয়ে তাঁরা এককভাবে লড়তে পারবেন। তবে সেপ্টেম্বর থেকে চীনের হ্যাঝুতে শুরু হওয়া এশিয়ান গেমসে ভারতের কুস্তিগিরেরা দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। কারণ, সেখানে ভারতের কুস্তি ফেডারেশন নয়, প্রতিনিধিত্ব করছে ভারতের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। কয়েকজন নারী কুস্তিগিরসহ ভারতের শীর্ষ কুস্তিগিরদের একাংশের সঙ্গে ফেডারেশনের বেশ কিছুদিন যাবৎ বিবাদ চলছে।

বাজার দর

SENSEX : 65252.34 -180.96
NIFTY : 19386.07 -57.30

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 18.13 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05.28 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সমালোচনার জবাব দিলেন জেলেনস্কি

নিউ ইয়র্ক : রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে সাফল্যের অভাব সংক্রান্ত পশ্চিমা সমালোচনা উড়িয়ে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। সে দেশ রাশিয়ার করেকটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি করছে। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে রাশিয়ার হামলার মুখে ইউক্রেন হানাদার বাহিনীর হাত থেকে কিছু এলাকা পুনরুদ্ধার করতে পারলেও সম্প্রতি আর তেমন সাফল্য দেখা যাচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত এক লেখায় এমন ব্যর্থতার কারণ হিসেবে ভুল জায়গায় ইউক্রেনের সৈন্য মোতায়েনের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা হয়েছে। মার্কিন ও অন্যান্য পশ্চিমা কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছে এনওয়াইটি। তাদের মতে, ইউক্রেনের দক্ষিণে অত্যন্ত কম সৈন্য মোতায়েন করায় আজভ সাগরের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি বুধবার কিয়েভে এক সংবাদ সম্মেলনে এমন সমালোচনা উড়িয়ে দিয়ে নিজস্ব বক্তব্য পেশ করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ''কেউ কি আদৌ জানে, দেশের পূর্বে ঠিক কত সংখ্যক মানুষ, কত সংখ্যক দখলদারী রয়েছে?'' তাঁর মতে, পূবের কিছু যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনের ঢিলেমির জন্য রুশ সেনাবাহিনী অপেক্ষা করে রয়েছে। সেটা ঘটলেই তারা আরো এলাকা দখল করতে চায়। জেলেনস্কি বলেন, ''আমরা খারকিভ, ডনবাস, পাভলোরাদ বা দিনিপ্রো ছেড়ে দেবো না।'' উল্লেখ্য, বর্তমানে ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার এলাকা যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তা ছাড়াও ইউক্রেনীয় বাহিনীকে খারকিভ, সুমি ও বেলারুশের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্তও রক্ষা করতে হচ্ছে। এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও কিছু সাফল্যের দাবি করছে ইউক্রেন। সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান কিরিলো বুদানভ বলেছেন, রাশিয়ার বিমান ঘাঁটির উপর সাম্প্রতিক হামলা চালিয়ে ইউক্রেন কমপক্ষে চারটি টিইউ২২ বম্বার যুদ্ধবিমান অকেজো করে দিয়েছে। দুটি বিমান ধ্বংস হয়েছে, আরো দুটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। সম্ভবত আরো একটি বিমানেরও ক্ষতি হয়েছে। এক রেডিও সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা জানান। বুদানভ বলেন, রাশিয়ার ভূখণ্ড থেকেই কিছু মানুষ বিমান ঘাঁটির উপর হামলা চালিয়েছে। রুশ কর্মকর্তারাও শনিবার ও সোমবার দুটি হামলার কথা স্বীকার করেন। তবে শুধু প্রথম হামলায় একটি যুদ্ধবিমানের ক্ষতি হয়েছে বলে তারা দাবি করেছেন। মঙ্গলবার ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার সূত্র অনুযায়ী রাশিয়া সম্ভবত টিইউ২২এমথ্রি নামের সুপারসনিক যুদ্ধবিমান হারিয়েছে। এমন বিমান পরমাণু অস্ত্র বহনেও সক্ষম। রাশিয়ার ভূখণ্ডে বেড়ে চলা হামলার কারণে মস্কোও কিছুটা উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে মস্কোকে ঘিরে রাজধানী অঞ্চলে পর পর ড্রোন হামলার প্রচেষ্টা অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠছে। বৃহস্পতিবারও তিনটি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে বলে রাশিয়ান এয়ার ডিফেন্স বাহিনী জানিয়েছে। ইউক্রেন সীমান্তের কাছে ব্রিয়ানস্ক এলাকার উপর সেই অভিযানে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা সম্পর্কে রাশিয়া কিছু জানায় নি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সির মতো অভ্যর্থনা না পেয়ে বিমান থেকে নামতে চাননি মোদি

নয়া দিল্লি : দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে 'অসম্মানিত বোধ করায়' ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উড়োজাহাজ থেকে নামতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এমন খবর প্রচারিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার এক গণমাধ্যমে। ওই খবর কোনো ভারতবাসী যাতে পড়তে না পারেন, সে জন্য ওই গণমাধ্যম ভারত থেকে সাইবার আক্রমণের শিকার হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার অবশ্য সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমে প্রচারিত ওই খবর নাকচ করে দিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও আনুষ্ঠানিকভাবে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। যদিও সরকারি সূত্রের মতে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের অভিযোগ অসত্য।

দক্ষিণ আফ্রিকার ওই গণমাধ্যমের নাম 'দ্য ম্যাভেরিক'। তাতে লেখা হয়, ২২ আগস্ট 'অসম্মানিত' প্রধানমন্ত্রী মোদি জোহানেসবার্গের কাছে প্রিটোরিয়ায় ওয়াটারক্লুফ বিমানঘাঁটিতে উড়োজাহাজ থেকে নামতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কারণ, অবতরণের আগে নাকি জানা গিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে স্বাগত জানাতে বিমানঘাঁটিতে পাঠানো হয়েছে সে দেশের এক মন্ত্রীকে।

দ্য ম্যাভেরিক লিখেছে, মোদি অসম্মানিত বোধ করেছিলেন। কারণ, আগের দিন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা নিজে।

ওই ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোদির অসন্তোষ দূর করতে তড়িঘড়ি করে বিমানবন্দরে পাঠানো হয় সে দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট পল মাশাটাইলকে।

দ্য ম্যাভেরিকে প্রকাশিত ওই খবর এবং সাইবার আক্রমণের অভিযোগ তুলে ধরে ভারতীয় গণমাধ্যম 'দ্য ওয়ার' এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে লেখা হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার ওই গণমাধ্যমের শিরোনাম ছিল, 'কঠিন প্রেমের ত্রিভুজ : সিকে রামাফোসার খাতির যত্ন, ক্ষুব্ধ মোদি বিমান থেকে নামতে নারাজ'।

কেন চীনা প্রেসিডেন্টকে রামাফোসা স্বাগত জানিয়েছিলেন তার ব্যখ্যায় বলা হয়েছে, ব্রিকসের বৈঠক শুরুর আগে সি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় সফরে। আগের দিন সোমবার। প্রধানমন্ত্রী মোদির ক্ষেত্রেও তেমনটাই চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে মোদির পক্ষে এক দিন আগে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

দ্য ওয়াইর এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত থেকে সাইবার আক্রমণের অভিযোগ এনেছেন দ্য ম্যাভেরিকের প্রধান নির্বাহী স্টাইলি চারালামবস। ভারতীয় গণমাধ্যম 'স্ক্রোল.ইন'কে তিনি বলেছেন, ওই প্রতিবেদন যাতে দেখা না যায়, সে জন্য ভারত থেকে সাইবার আক্রমণ চালানো হয়। সেই হানাকে বলা হচ্ছে 'ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল অব সার্ভিস' বা 'ডিডিওএস'। এর মাধ্যমে ওয়েবসাইটের সার্ভারকে ব্যাপক ইঃটারনেট ট্রাফিক দিয়ে প্লাবিত করে দেওয়া হয়, যাতে ব্যবহারকারীরা তাতে ঢুকতে না পারেন।

দ্য ম্যাভেরিকের ওই প্রতিবেদন দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার পুরোপুরি অস্বীকার করেছে।

সে দেশের অন্য এক গণমাধ্যম 'দ্য নিউজ২৪' সরকারের ওই অস্বীকৃতির কথা প্রচার করেছে। সে দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিভাগের (ডিআইআরসিও) মুখপাত্র লুঙ্গা এনকেনগেলেলের মতে, ব্রিকসের সদস্যদের কারা স্বাগত জানাবেন, তা আগে থেকেই ঠিক করা হয়। রাষ্ট্রপ্রধানদের ওয়ার্কিং ভিজিটের সময় সাধারণত স্বাগত জানান ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা। যেমন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভাকে স্বাগত জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নালেডি প্যানডর। তাঁর মতে, ভারতের দিক থেকে কোনো অসন্তোষও প্রকাশ করা হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট মাশাটাইলের মুখপাত্র ভুকানি এমডেও দ্য ম্যাভেরিকের প্রতিবেদনকে নাকচ করে করে দিয়েছেন। দ্য নিউজ২৪ সেই অস্বীকৃতির খবর জানিয়ে বলেছে, তাঁরা আগেই জানতেন, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে স্বাগত জানাতে হবে। মোদির উড়োজাহাজ অবতরণের আগেই তিনি বিমানবন্দরে উপস্থিত হন। ভাইস প্রেসিডেন্টকে চটজলদি তলব করে ওয়াটারক্লুফ বিমানঘাঁটিতে পাঠানো হয়নি।

দ্য নিউজ২৪ অবশ্য লিখেছে, ভারতীয়দের উত্তেজনা নিরসনে বুধবার ব্রিকস নেতাদের ছবি তোলার পর্বে প্রেসিডেন্ট রামাফোসা সবার আগে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

দূষণ ▶ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পানযোগ্য জলেতে এর যে পরিমাণ উপস্থিতি অনুমোদনযোগ্য বলে সুপারিশ করা হয়েছে

ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জল সমুদ্রে ফেলছে জাপান

টোকিও : ফুকুশিমার দাইইচি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের 'দূষণমুক্ত' পানি সমুদ্রে ফেলা শুরু করেছে জাপান। স্থানীয় সময় বুধবার (২৪ আগস্ট) দুপুর থেকে জল সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া শুরু হয়। তবে চীনসহ জাপানের প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের অভিযোগ, জাপানের এই পদক্ষেপ এ অঞ্চলের সামুদ্রিক পরিবেশকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে। পাশাপাশি মানবস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়েও দেখা দিতে পারে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিচালক প্রতিষ্ঠান টোকিও বিদ্যুৎশক্তি কোম্পানির (টেপকো) কর্মকর্তারা বলেছেন, পানি ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু করার আগে বুধবার একটি পরীক্ষা চালানো হয়। এতে দেখা গেছে, জলেতে ট্রিটিয়ামের উপস্থিতি ছিল প্রতি লিটারে ১৫০০ ব্যাকেরেলের চেয়ে কম। এই মাত্রার নিরাপত্তার পরিমাপকে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। আগামী ১৭ দিনে টেপকো প্রায় ৭ হাজার ৮০০ টন বিশুদ্ধ করে নেওয়া জল সমুদ্রে ছাড়বে। পর্যায়ক্রমে সেই কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে।

২০১১ সালে জাপানের ফুকুশিমা দাইইচি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে দুর্ঘটনা ঘটে। এর ভিন্ন একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের গলে যাওয়া জ্বালানি শীতলীকরণে ব্যবহৃত জল বিদ্যুৎকেন্দ্রের চত্বরে জমা হতে থাকে। জলের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকায় এই সমস্যা ভিন্ন মাত্রা নেয়। দ্রুত সমাধান খুঁজে পেতে উদ্যোগী হতে সরকারের পাশাপাশি বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিচালক কোম্পানি বাধ্য হয়।

তেজস্ক্রিয়তায় দূষিত সেই জলের চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা কীভাবে করা যায়, সেই উপায় খুঁজে দেখছিলেন দেশের বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃত্বও। সহজ সমাধান হিসেবে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া কিংবা মাটির গভীরে বিশেষ আধারে জমা করে রাখার মতো বিকল্প পরিকল্পনাও করা হয়ছিল। কিন্তু এর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করে কোন পথ অবলম্বন করা উচিত, তা নিয়ে অনেক দিন ধরে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি জাপান।

জাপানের বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত পানি বিশুদ্ধ করে তেজস্ক্রিয়তা মুক্ত করে নেওয়ার পর সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ ও ফুকুশিমার মৎস্যশিল্পের কঠোর বিরোধিতার মুখে সিদ্ধান্ত কার্যকর করা থেকে জাপানকে বিরত থাকতে হয়। বিশুদ্ধ করে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ তেজস্ক্রিয় উপাদান সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হলেও ক্ষতিকর ট্রিটিয়াম কিছু পরিমাণে হলেও পানিতে থেকে যায়। জলেতে থেকে যাওয়া ট্রিটিয়াম ঠিক কতটা ক্ষতিকর, তা নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। জাপান বলছে, বিশুদ্ধ করে নেওয়ার পর থেকে যাওয়া ট্রিটিয়াম হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পানযোগ্য জলেতে এর যে পরিমাণ উপস্থিতি অনুমোদনযোগ্য বলে সুপারিশ করা হয়েছে, তার চেয়ে কম। তবে জাপানের প্রতিবেশীদের অনেকেই জাপানের সেই যুক্তি মেনে নিতে রাজি হয়নি।

জাপান সরকার শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) শরণাপন্ন হয়। পরে সংস্থাটি জাপানে একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠায়। নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষা শেষে দলটি জানায়, বিশুদ্ধ করে নেওয়া জল সমুদ্রে ফেলা হলে মানবজীবন ও সমুদ্র পরিস্থিতির ওপর কোনো রকম হুমকি হয়ে তা দেখা দেবে না। আইএইএর বিশেষজ্ঞ মতামতের সঙ্গে সংগতি রেখে জাপান সরকার শেষ পর্যন্ত জল সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিদ্যুৎকেন্দ্রের চত্বরে রাখা বড় বড় আধারে জমা হওয়া জল সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়ার কাজ শেষ করতে কয়েক দশক লেগে যেতে পারে। শীতল করে নেওয়ায় ব্যবহৃত জলের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টির জল ও ভূগর্ভের জল যুক্ত হওয়ায় জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। বর্তমানে বিদ্যুৎকেন্দ্র চত্বরে ১৩ লাখ ২৪ হাজার টন জল মজুত রাখা আছে। সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার আগে এই জলের সঙ্গে সমুদ্রের জল মিশিয়ে নিয়ে এটাকে আরও তরল করে নেওয়া হবে। তাই সমুদ্রে ফেলা জলের মোট পরিমাণ হবে এর চেয়ে অনেক বেশি।

জাপানের এই পদক্ষেপের কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছে চীন। চীন সরকারের পক্ষ থেকে জাপানের এই পদক্ষেপকে স্বার্থপরমূলক ও কাণ্ডজ্ঞানহীন আখ্যায়িত করা হয়েছে। তারা বলেছে, জাপানের সমুদ্র ও অন্যান্য খাদ্য আমদানির ওপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করে নিতে চীনকে এটা বাধ্য করবে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার সরাসরি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা না করলেও পক্ষেও কোনো কথা বলেনি। দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষমতাসীন দক্ষিণপন্থী প্রশাসনের সঙ্গে জাপান সরকারের সম্পর্ক ভালো। তাই সিউলকে সতর্কতার সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে হচ্ছে।

অপর দিকে, জাপানের ভেতরে অনেকেই বিষয়টি নিয়ে তেমন উদ্বিগ্ন না হলেও ফুকুশিমা জেলার মৎস্য শিল্প খাত এর বিরোধী। আন্তর্জাতিক বাজারে স্থানীয় পণ্যের সুনামহানির আশঙ্কা থেকে স্থানীয় মৎস্যজীবীরা এর বিরোধিতা করছেন। তাঁরা বলছেন, সমুদ্রে জল ছেড়ে দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত বিদেশে তাঁদের পণ্য রপ্তানির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

পূর্ণ্যার্থীদের জল খাবারের ব্যবস্থা করলেন সমাজসেবী তুহিন কান্তি চৌধুরী

জলপাইগুড়ি ঃ জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিতে আসা পূর্ণ্যার্থীদের জলখাবারের ব্যবস্থা করলেন ময়নাগুড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তুহিন কান্তি চৌধুরী। তিনি দীর্ঘ দিন থেকেই মানুষকে খাওয়াতে ভালবাসেন। মানুষের বিপদে তিনি সবসময় নিরলস ভাবে কাজ করেন। আর মানুষকে খাওয়ানোর ভালোবাসা থেকেই নতুন করে উদ্দীপনা পান কাজ করার। সেই কথাকে স্মরণে রেখে জল্পেশে শ্রাবণী মেলায় আসা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা সহ ভুটান নেপাল সিকিম থেকে প্রচুর ভক্তরা এখানে আসেন সেইসঙ্গে ভক্তদের জলখাবারের ব্যবস্থা করলেন তিনি। শ্রাবণ মাস শুরু হওয়ার পর থেকেই তিনি এই পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। দূর দূরান্ত থেকে আসা ভক্তরা মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর এখানে এসে জল খাবার গ্রহণ করছেন। পুরি, সবজি, মিষ্টি, দই জল সহ বসে খাওয়ার আযোজন করেছেন তিনি। দূর দূরান্ত থেকে আশা ভক্তরা এই জল খাবার খেয়ে অনেকটাই আপ্লুত। এই বিষয়ে সমাজসেবী তুহিন কান্তি চৌধুরী বলেন,আমি দীর্ঘ ১৫২০ বছর ধরে এই কাজ করে চলেছি। আমি মানুষকে খাওয়াতে ভালোবাসি সেই থেকেই আমার এই উদ্যোগ। দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন নিষ্ঠার সাথে মন্দিরে এসে পুজো দেন। পুজো দেওয়ার পর কোন হোটেলে তারা খেতে পছন্দ করেন না। কারণ অনেকেই নিরামিষ আহার করেন। সেই দিকে নজর রেখে ভক্তদের জন্য সামান্য জলখাবারের আযোজন করেছি।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাপতি হলেন স্নিগ্ধা শৈব

আলিপুরদুয়ারঃ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বোচ্চ বিভাগ জেলা পরিষদে এবারও আলিপুরদুয়ার জেলায় মহিলা জনপ্রতিনিধির উপর ভরসা রাখলো শাসক দল। বিদায়ী সভাধিপতি শীলা দাস সরকারের পর এবারেও কালচিনি ব্লক থেকে জিতে আসা স্নিগ্ধা শৈবকে জেলা পরিষদের সভাধিপতির আসনে বসানো হ'ল। স্নিগ্ধা একজন হাইস্কুল শিক্ষিকা। এবার সভাধিপতির পদটি তপশিলি উপজাতিদের জন্যে সংরক্ষিত ছিল। সহকারী সভাধিপতির পদে ফের মনোনীত হয়েছেন আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লক থেকে জিতে আসা মনোরঞ্জন দে। ১৮ আসন বিশিষ্ট আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ এবার বিরোধী শূন্য। যদিও এবার সভাধিপতির পদে বসার দাবিদার ছিলেন অনেকেই। শেষ পর্যন্ত স্নিগ্ধা শৈব এই চেয়ারে বসায় ইতিমধ্যেই চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে।

হাতির হানায় ভাঙল বসত বাড়ি ও দোকান

শিলিগুড়ি ঃফের বুনো হাতির হামলায় ভাঙ্গল বসত বাড়ি ও দোকান। ঘটনাটি ঘটেছে মাদারিহাট মেঘনাদ সাহা নগর এলাকায়। রবিবার গভীর রাতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে বেড়িয়ে একটি বুনো দাঁতাল হাতি ওই এলাকায় ঢোকে, ঢুকেই হামলা চালায় রিবি ওঁরাও এর দোকানে। তারপর ঢোকে গোপাল দাসের বাড়িতে সেখানে ভাঙচুর চালিয়ে যায় ভারতী দাসের বাড়ির দিকে। সেসময় ভারতী দাস পরিবারের সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিলেন ঘরে। হাতি ঘর ভাঙছে টের পেয়েই দৌড়ে বেড়িয়েযান ঘর থেকে। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন তারা। বন দফতরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা সময়মত আসেন না হাতি তাড়াতে।

ট্রাফিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শহর জুড়ে টোটোর দাপট

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ব্যবসার প্রতিষ্ঠিত ও ইতিহাস বিজরিত শহর গঙ্গারামপুরে কার্যত ট্রাফিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইচ্ছেমতো শহরের প্রাণকেন্দ্র বাসস্ট্যান্ড, হাই রোড সহ অলিগলিতে চলাচল করছে টোটো। সিগন্যাল না দেখেই আচমকা বাঁক নিয়ে নেওয়ার ফলে দুর্ঘটনার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই। অবাধ যাতায়াত চলছেই। আর যার ফলে গঙ্গারামপুর শহর জুড়ে টোটোর দাপটে নিত্যদিনের যানজটের সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি নাজেহাল হচ্ছেন এলাকাবাসি সহ পথ চলতি মানুষরা। অভিযোগ, যাত্রী ছাড়া উদ্দেশ্যহীনভাবে শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে টোটো। ফলে ছোট পরিসরের রাস্তায় সবসময় যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। গঙ্গারামপুর শহরের হাসপাতাল মোড়, শহরের প্রাণকেন্দ্র হাই রোড তিনমাথা মোড়, কলেজ মোড় বাসস্ট্যান্ড চত্বর সহ সমগ্র শহরজুড়ে টোটোর দাপটে নাভিশ্বাস উঠেছে সকলের। এছাড়াও রাস্তার যেখানে সেখানে আচমকা দাঁড়িয়ে যাত্রী তোলার ফলেও ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। সিগন্যাল সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই অনেক টোটো চালকের বলেও অভিযোগ করেছেন বাসিন্দারা। এছাড়াও প্রয়োজনের তুলনায় টোটোর সংখ্যা ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় সামান্য পথ অতিক্রম করতে অনেক সময় লাগছে। অভিযোগ রাস্তার উপর প্রায় অর্ধেকের বেশি জায়গা দখল করে যাত্রী তোলার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন টোটো চালকরা। ফলে ব্যাপক যানজট হয় শহরে। যার জেরে সামান্য পথ যেতেই সময় লাগছে অনেকটা। সূত্রের খবর, দিনভর জেলা জুড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ হাজারের বেশী টোটো চলাচল করে। শহরের টোটো ছাড়াও আশপাশের গ্রামীণ এলাকা থেকেও রোজ কয়েক হাজার টোটো শহরের বুকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। প্রশাসনের তরফ থেকে বারবার নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কতা বার্তা টোটো চালকদের দেওয়া হল তা কোনোভাবেই কর্ণপাত করছেন না টোটো চালকরা বলে অভিযোগ।

মিলান কুন্দেরা ঃ এক বহিষ্কৃত কমিউনিস্ট

অমৃত পাল

এই প্রতিবেদন যতটা না শোক সংবাদ তারও অধিক লেখককে সাধারণ পাঠকের সাথে পরিচয় করানোর তাগিদ। তবে সদ্য প্রয়াত লেখকের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি প্রতিবেদনের শুরুতেই। মিলান কুন্দেরার জন্ম ১৯২৯ এর ১ এপ্রিল, সাবেক চেকোস্লোভাকিয়ার ব্রানো শহরে। পিতা বিখ্যাত পিয়ানো বাদক লুডভিক কুন্দেরা। মিলান নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হয়ে ওঠেন, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক,কবি। সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ।দীর্ঘ বর্ণময় জীবন। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিস্কার,দেশত্যাগের মত যন্ত্রণাময় অধ্যায় পার হয়ে বিশ্ব বিখ্যাত লেখক হয়ে ওঠা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরনার।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জার্মান আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে তাঁর বেড়ে ওঠা। অতি অল্প বয়সে চেক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া, স্কুলের পাঠ চুকিয়ে প্রাগে আসা,চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে অধ্যাপনা করা সবই গতানুগতিক ছিল।১৯৪৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার ক্ষমতা দখল করে চেক কমিউনিস্ট পার্টি, আর দুঃখের বিষয় দুই বছরের মধ্যে ১৯৫০ এ পার্টি বিরোধী কাজের জন্য পার্টি থেকে বহিস্কৃত হন মিলান।এই ঘটনা কুন্দেরাকে ভেতর থেকে নাড়িয়ে দেয়।অত্যন্ত বিচলিত হন তিনি।লেখা পড়ায় ছেদ পড়ে। শুরু হয় ছন্নছাড়া জীবন।অন্য কেউ হলে হয়ত এই আঘাত সহ্য করতে পারত না, কিন্তু মিলান অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে সামলে নেন। পড়াশোনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে লেখা লেখি চালিয়ে যান। কিন্তু পার্টি থেকে বহিস্কারের যন্ত্রণা তিনি জীবনভর বয়ে বেড়ান। তাঁর প্রথম উপন্যাস,জের্ট (দি জোক)এ পাঠক সেকথা সহজেই অনুমান করতে পারেন। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র, লুডভিক ইয়ান,একটি সাধারণ রসিকতার কারণে কিভাবে কমিউনিস্ট পার্টির বিরাগ ভাজন হন,তাই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়।

১৯৭৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধীতা করে, মিলান কুন্দেরা দেশত্যাগী হন। দেশ ছেড়ে ফ্রান্সে চলে আসেন। চেকোস্লোভাকিয়া সরকার তাঁর নাগরিকতা কেড়ে নেয় ১৯৭৯ সালে। ১৯৮১ সালে তিনি ফরাসি নাগরিকত্ব পান। ১৯৯৩ থেকে চেক ভাষা ছেড়ে, সম্পূর্ণ রূপে ফরাসি ভাষায় লিখতে থাকেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর ২০১৯ এ চেক সরকার কুন্দেরাকে নাগরিকতা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

কুন্দেরার লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর কমেডি, তাঁর দার্শনিক বিশ্লেষণ ।১৯৮৪ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস The Unbearable Lightness of being ,প্রাগে বসন্তের প্রেক্ষাপটে, এক ত্রিকোন প্রেমের গল্পের অবতারণা করে। উপন্যাসটি বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগায় এবং লেখকের খ্যাতি আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করে।কবি হিসেবে কুন্দেরার আত্মপ্রকাশ,১৯৫৩ সালে Man: A Wide Gardenকবিতা সংকলনের মাধ্যমে।এই গ্রন্থের কবিতাগুলো তার সমাজতান্ত্রিক বাস্তববোধের পরিচয় বহন করে।নানান প্রতিবন্ধকতার মাঝেও তিনি লেখা চালিয়ে যান।যদিও তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর লেখা নিজের দেশ, চেকোস্লোভাকিয়াতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে।১৯৭৩ এ তাঁর Life is Elsewhere এবং ১৯৭২ এ প্রকাশিত The Farewell Waltz(The Farewell Party) রচনায়, অতীতে তাঁর কমিউনিস্ট জীবন ও ভাবনার প্রতিফলন লক্ষনীয়। দেশান্তরী হয়েও কুন্দেরা সাহিত্য চর্চা চালিয়ে যান। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে চেক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে প্রকঠ। ১৯৯০ সালে কুন্দেরার Immortality প্রকাশিত হয়, যদিও তাঁর আগের রচনার মত এটি খুব একটা প্রশংসিত হয়নি।অনেক সমালোচকের মতে ইউরোপীয় দর্শন,প্রাবন্ধিক বিশ্লেষণ ও নৈতিকতার ভারে রচনাটি ভারাক্রান্ত।দীর্ঘ ব্যবধানে ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয় কুন্দেরার নতুন উপন্যাস,The Festival of Insignificance ।চারজন ব্যক্তি একেবারে মিলানীয় শৈলীতে নিজেদের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা,বিড়ম্বনার কথা উপস্থাপিত করছে বর্তমান উপন্যাসে। বিরোধী মতামতের যথেষ্ট স্থান রয়েছে উপরোক্ত উপন্যাসে। যাইহোক বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশের অন্যতম খ্যাতিমান কবি হিসেবে মিলান কুন্দেরা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন বললে বাড়িয়ে বলা হয়না।দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ১১ই জুলাই ২০২৩, ৯৪ বছর বয়সে মিলন কুন্দেরা প্যারিসে পরলোকগমন করেন।

(ড.অমৃত পাল, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি ও সংস্কৃতি চর্চা বিভাগ,কোলহান বিশ্ববিদ্যালয়,চাইবাসা, ঝাড়খন্ড)

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটের সামনে বিক্ষোভ AIDSO এর

শিলিগুড়ি ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্বপ্নদ্বীপ কুন্ডুর মৃত্যুর তদন্তে করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটের সামনে বিক্ষোভ AIDSO এর। একইসাথে হোস্টেলে ছাত্র ছাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদান। পঠন পাঠন সুষ্ঠভাবে পরিবেশন সহ একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়।

শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত ভুট্টা বাড়ি পরিদর্শনে যান দার্জিলিং জেলার সাংসদ রাজু বিস্তা

শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত ভুট্টা বাড়ি এলাকায় একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই লক্ষ্যেই ওই এলাকা পরিদর্শনে যান দার্জিলিং জেলার সাংসদ রাজু বিস্তা। তিনি জানান ওই এলাকাতে রাস্তাঘাট উন্নয়নসহ একাধিক কাজ করা হবে। একই সাথে যে ন্যাশনাল হাইওয়ে তৈরি করা হচ্ছে সেই বিষয়েও তিনি বলেন এই ন্যাশনাল হাইওয়ে তৈরি করবে কেন্দ্র সরকার তবে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে প্লত্ত্বঞ এর ওপর। এলাকার মানুষের যাতে কোনো রকমের সমস্যা না হয় তা সুনিশ্চিত করা হবে বলে জানান সাংসদ

উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে টাওয়ারের কাজে আঠারো বছরের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

মালদাঃ আবারো পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু।প্রায় শোনা যায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা। এবার চিত্র দেখা গেল মালদার মানিকচকের এনায়েতপুর অঞ্চলের শেখ পুরাগ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে শেখপুরায় এলাকার আনুমানিক আঠারো বছরের এক শ্রমিক উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে টাওয়ারের কাজে যায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম শেখ রাজিকুল। রাজিকুলের বাবা শেখ হাসিবুল ও পরিযায়ী শ্রমিক। মা তাজমীরা বিবি। শেখ রাজিকুলের দাদা প্রথম বর্ষের ছাত্র।বাড়িতে আর্থিক অনটন দেখে রোজগারের তাগিদে ভিন রাজ্যে কাজে যায় শেখ রাজিকুল। প্রায় মাঝখানেক আগেই কাজে গিয়েছিলেন। হঠাৎ করে কত শনিবার সকালে অসুস্থ হয়। প্রচন্ড পেট ব্যাথা ও বমি হতে থাকে রাজিকুলের। যারা কাজের সঙ্গী ছিল তারা চিকিৎসার ব্যবস্থাও করে।কিন্তু শেষমেষ বাঁচানো যায়নি। শনিবার রাজিকুল মৃত্যুর সঙ্গে হেরে যান। রবিবার সকাল ১১ টা নাগাদ তার নিথর মৃতদেহ গ্রামের বাড়ি শেখপুরায় আসে। মৃতদেহ আসতেই কান্নার রোল শোনা যায় এলাকা জুড়ে। এখন অথই জলে গোটা পরিবার। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শেখ সাহেদ সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদনের আর্জি করেছেন এই অসহায় পরিবারের জন্য। পাশাপাশি যে কোম্পানিতে রাজিকুল কাজ করছিলেন সেই কোম্পানিকে সাহায্যের আবেদন করেছেন এলাকাবাসী।

মানিকচক ব্লকের ভুতনি থানার অন্তর্গত রতনপুর এলাকা গঙ্গার ভাঙ্গনে তলিয়ে যেতে বসেছে

মালদা ঃ মানিকচক ব্লকের ভুতনি থানার অন্তর্গত রতনপুর এলাকা গঙ্গার ভাঙ্গনে তলিয়ে যেতে বসেছে। ইতিমধ্যে ৫০টি পরিবার বাড়ির আসবাবপত্র অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এমনকি কংক্রিটের দেওয়াল ভেঙে ইঁট খুলে সরাতে শুরু করেছেন সংশ্লিষ্ট গ্রামের বাসিন্দারা। যে কোনো মুহূর্তে রতনপুর এলাকার বাঁধ ভেঙে গঙ্গার জল গ্রামে প্রবাহিত হতে পারে। এই আতঙ্কে ঘুম উবে গিয়েছে শতাধিক গ্রামবাসীদের। রাতদিন এক নতুন আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে বেড়াচ্ছেন রতনপুর এলাকার বাসিন্দারা। পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে সোমবার ওই এলাকায় গিয়েছেন সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা। বালির বস্তা এবং বাঁশঝাড় দিয়ে আপাতত ভাঙ্গন ঠেকানোর কাজ শুরু করেছে সেচ দপ্তর। ভুতনি থানা রতনপুর গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় চৌধুরী, ভুট্ট চৌধুরী, শংকর চৌধুরীদের বক্তব্য , যেভাবে গঙ্গা নদীর পাড় কাটতে শুরু করেছে। তাতে যে কোনো মুহূর্তে বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকে যেতে পারে। ব্যাপক হারে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। তাই আগেভাগে বাড়ির আসবাবপত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছি আমরা। একদিকে ভাঙ্গন, অন্যদিকে গঙ্গার জল গ্রামে ঢুকে পড়লে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রশাসনের কাছে সহযোগিতারও আবেদন জানানো হয়েছে। রতনপুর গ্রামটি দক্ষিণ চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান রামলাল চৌধুরী জানিয়েছেন, যে কোনো মুহূর্তে গঙ্গার বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকতে পারে। তার আগেই গ্রামবাসীরা ঘরের আসবাবপত্র অন্যত্র সরাতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি। অন্যদিকে মানিকচক ব্লকের গোপালপুর, উত্তর হুকুমতটোলা, দক্ষিণ হুকুমতটোলা ইতিমধ্যে প্লাবিত হয়েছে। গঙ্গার জল গ্রামে ঢুকে পড়েছে বাঁধের একাংশ ক্ষতি হয়েছে। গঙ্গার জল দেড় থেকে দু ফিট বাঁধের নিচ দিয়ে বইছে। ইতিমধ্যে গঙ্গা গর্ভে চলে গেছে প্রায় ২০০টি বাড়ি। পুরাতন বাঁধ কেটে যাওয়ায় দুই বাঁধের মধ্যবিত্ত চার গ্রামের শতাধিক পরিবার বন্যায় প্লাবিত হয়ে পড়েছে।গোপালপুরের ভাঙ্গন দুর্গত এলাকার মানুষদের বক্তব্য, প্রতিবছরই তাদের এই গঙ্গায় ভাঙ্গনে বসতভিটা গঙ্গায় বিলীন হয়ে যায়। গঙ্গায় তলিয়ে যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা কৃষি জমি। বাঁধের যে অংশ দিয়ে গঙ্গার জল ঢুকছে সেখানে গাছের ডালপালা দিয়ে জলে ফেলে বাঁধ রক্ষার করার চেষ্টা করছে গ্রামবাসীরা। মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র জানিয়েছেন , মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গা ভাঙনের বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বহুবার চিঠি করেছে। কেন্দ্র সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রনণীত ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে টাকা দিচ্ছে না। কারণ তারা চাইছে পশ্চিমবঙ্গকে কিভাবে জব্দ করা যায়। তারপরেও মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে সেচ দপ্তর আপাতত ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ মালদা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি জানিয়েছেন , কেন্দ্র সরকার বহুবার রাজ্য সরকারকে বলে এসেছে তারা যদি গঙ্গা ভাঙনের কাজ না করতে পারে তাহলে কেন্দ্রের হাতে দিয়ে দিক। কিন্তু রাজ্য সরকার তারা কেন্দ্রকে সম্পূর্ণভাবে এই কাজটি করতে দিচ্ছে না।

স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন। সোমবার সাতসকালে চাঞ্চল্য ধুপগুড়িতে

ধুপগুড়ি ঃ ফের ধূপগুড়িতে সাত সকালে খুন মধ্য বয়সী এক মহিলা। বাড়ির পাশে ধানক্ষেত থেকে উদ্ধার মহিলার দেহ। এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ব্লকের বারঘরিয়া অঞ্চল পাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মাঝেমধ্যেই দীর্ঘদিন ধরেই ঝালেমা হত। রবিবার রাতেও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়।বিবাদ এতটাই চরমে ওঠে যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীর মাথায় আঘাত করে ভুপাল চন্দ্র রায় বলে এলাকাবাসীদের দাবি। রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বাঁচার তাগিদে ধান ক্ষেতে লুটিয়ে পড়েন ফনী বালা রায়। সোমবার সাতসকালে বাড়ির থেকে কিছুটা দূরে ধান ক্ষেত থেকে ফনী বালা রায়ের মৃত দেহ দেখতে পান এলাকাবাসীরা। এরপর খবর দেওয়া হয় ধুপগুড়ি থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যান। যদিও এই ঘটনার পরে স্বামী ভোপাল রায় নিজেই ধুপগুড়ি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। তবে কি কারনে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে তা এখনো বলা সম্ভব নয়। পুরো ঘটনার তদন্তে পুলিশ। ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ।

শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচিত হল কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহসভাধিপতি

কোচবিহার ঃ শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচিত হল কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহসভাধিপতি। সভাধিপতি হিসেবে নির্বাচিত হন কোচবিহার জেলা পরিষদের ১৫ নম্বর আসনের তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পরিষদের প্রার্থী সুমিতা বর্মন এবং সহসভাধিপতি হিসাবে নির্বাচিত কোচবিহার জেলা পরিষদের ১৭ নম্বর আসনের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আব্দুল জলিল আহমেদ। কোচবিহার জেলা পরিষদের ৩৪ টি আসনের মধ্যে ৩২ টি আসন দখল করেন কংগ্রেস। দুটি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি। আজ কোচবিহার জেলা পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহসভাধিপতি নির্বাচিত হয়। নতুন প্রজন্মকে সামনে আনতে এবার কোচবিহার জেলা পরিষদে সভাধিপতি হিসেবে নতুন মুখ নিয়ে আসা হয়েছে বলে তৃণমূলের দাবি। প্রথমবার জেলা পরিষদের প্রার্থী হিসেবে জয়নবের পরেই তাকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি করা হয়েছে। আগামী দিনে পানীয় জল, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন সহ কোচবিহারবাসীর উন্নয়নের জন্য কাজ করার আশ্বাস দেন জেলা পরিষদের সদ্য নির্বাচিত সভাধিপতি সুমিতা বর্মন।

আজ দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে 'দেশভাগের ভয়াবহতা স্মরণ দিবস'

শিলিগুড়ি ঃ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।সেদিন অবিভক্ত ভারতবর্ষকে ভাগ করে তৈরি হয় ভারত ও পাকিস্তান।দেশভাগের সময় ঘর ছাড়া হন বহু মানুষ।ধর্মীয় ভেদাভেদ, মহিলাদের ওপর অত্যাচার, ধন সম্পতি লুট করা হয়।অত্যাচারের ভয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে রাতারাতি পায়ে হেটে সীমান্ত পেরিয়ে উদবাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয় বহু মানুষ।সেই দিন গুলির কথা কখনও ভোলার নয়।এই ইতিহাস এখনও অনেকের অজানা।তাই সেই সময়কালের ইতিহাস সকলের সামনে তুলে ধরতে উদ্যেগী হয় কেন্দ্র সরকার।১৪ আগস্ট 'দেশভাগের ভয়াবহতা স্মরণ দিবস' হিসেবে পালনের কথা ঘোষণা করা হয়। সেই কারনে দেশের গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন গুলিকে বেছে নেওয়া হয় দেশভাগের ইতিহাস প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে।কাঠিয়ার ডিভিশনের ছয়টি স্টেশনকে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রদর্শনীর জন্য।তারমধ্যে রয়েছে এনজেপি ও শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন। সোমবার শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে 'দেশভাগের ভয়াবহতা স্মরণ দিবস' পালন করা হল।এদিন দেশভাগের সময়কালের একাধিক ছবির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয় সেই ভয়াবহ দিনগুলি।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন সেই সময়কার অত্যাচারের সাক্ষী দুই নাগরিক দুলালি পোদ্দার ও অপর্না বিশ্বাস।এদিন সেইসব ভয়ঙ্কর দিনের স্মৃতিচারণ করেন তারা।উপস্থিত ছিলেন এনজেপি স্টেশনের এপিও সন্তোষ কুমার দত্ত সহ অন্যান্যরা। সাহুডাঙ্গিহাট পিকে রায় উচ্চ বিদ্যালয়ে কন্যাশ্রী দিবস পালন করা হল। ১৪ই আগস্ট গোটা রাজ্য জুড়ে কন্যাশ্রী দিবস পালন করা হয়।এবছর কন্যাশ্রী প্রকল্পের ১০ বছর পূর্তি।গোটা রাজ্যের পাশাপাশি রাজগঞ্জের সাহুডাঙ্গিহাট পিকে রায় উচ্চ বিদ্যালয় এই দিনটি পালন করা হয়।এদিন শতাধিক ছাত্রীদের নিয়ে সাইকেল র‍্যালি করে দিনটি উদযাপন করা হয়। এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ চৌধুরী বলেন, ১৪ই দিনটিকে আগস্ট আমরা কন্যাশ্রী দিবস পালন করে আসছি।কন্যাশ্রী দিবসের এবছর দশম বছর, তা সফল্যতার সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েরা আর্থিকভাবে সাহায্য পেয়েছে সরকারের কাছ থেকে। এই সাহায্যের ফলে পড়াশোনা সফলভাবে সম্পূর্ণ করে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়েছে ছাত্রীদের।

যান্ত্রিক ত্রুটি, এনজেপি গোহাটি গামি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ধুপগুড়ি খলাইগ্রাম স্টেশনের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে

জলপাইগুড়ি ঃ ধুপগুড়ি খোলাই গ্রাম স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে আটকে রয়েছে বন্দে ভারত। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যায় গোহাটি গামি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। রেলের উচ্চপদস্থ কর্তারা খলাইগ্রাম স্টেশনে পৌছেছে।খলাই গ্রাম রেল গেটের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়।যার কারনে সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। এনজিপি থেকে গোয়াহাটি যাচ্ছিল বান্দেভারত এক্সপ্রেস। এই কারণে বেশ কয়েকটি ট্রেন আটকে যায়। এবং দেরিতে চলাচল করে। প্রায় ঘন্টা দুয়েক পর বন্দে ভারত ট্রেনটি যেতে সক্ষম হয়।

পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মী না থাকার কথা জানিয়ে সোমবার বাতিল হয়ে গেল পূর্বনির্ধারিত হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন

মালদা। পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মী না থাকার কথা জানিয়ে সোমবার বাতিল হয়ে গেল পূর্বনির্ধারিত হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন। ঘটনায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকা তৃণমূলকে সন্তুষ্ট করতেই এমন সিদ্ধান্ত বলে বিজেপির অভিযোগ। এদিন পূর্ব নির্ধারিত সময়ে বোর্ড গঠনের জন্য বিজেপির লোকজন হবিবপুর ব্লক প্রশাসনের কার্যালয়ে এসে বোর্ড গঠন স্থগিতের নোটিশ টাঙানো দেখে ক্ষুব্ধ হন।হবিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার অর্ডার জারি করলো ।এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। প্রায় এগারোটা নাগাদ বিজেপি সমর্থকরা হবিবপুর বিডিও অফিসে আসলে তারা জানতে পারে আজ বোর্ড গঠন হচ্ছে না পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন স্থগিত করা হয়েছে জানতে পেরে ব্লক জুড়ে শোরগোল পড়ে যায় বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে বিজেপি সমর্থকরা চিৎকার শুরু করে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং প্রশাসনের তরফ থেকে তাদেরকে বোঝানো হয় অবশেষে নোটিশ হাতে করে তারা ফিরে যায়।জানা গিয়েছে,হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট আসন ৩৩ টি। বোর্ড গঠনের জন্য প্রয়োজন ১৭ সদস্যের। নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে বিজেপি ১৭, তৃণমূল ১৩, সিপিআইএম ২ এবং কংগ্রেস ১ টি আসনে জয়ী। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে মহিলা তপশিলি জাতি সংরক্ষিত একটি আসনে বিজেপি'র এক বিজয়ী প্রার্থী সুলেখা সিংহের জাতিগত শংসাপত্র ভুযো বলে বাতিল করেছে তৃণমূলকে সন্তুষ্ট করতে। এদিন বিজেপির বিধায়ক জয়েল মুর্মু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন,পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপির বিজয়ী প্রার্থী সুলেখা সিংহের ভোটাধিকার প্রযোগের সুযোগ বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করে তাঁর জাতিগত শংসাপত্র বাতিল করেছে প্রশাসন। তৃণমূলকে খুশি করতেই এই ব্যবস্থা। সোমবার বোর্ড গঠনের ভোট ছিল।এদিন আমরা এসে দেখি বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত পুলিশ না থাকার কথা উল্লেখ করে বোর্ড গঠন স্থগিত রাখার নোটিশ টাঙাচ্ছে। এই বোর্ড গঠনের দিন ধার্য করেছিল প্রশাসন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

জার্মানির নাগরিকত্ব আইন ঃ নতুন যা থাকছে

বার্লিন ঃ নাগরিকত্ব আইন সংস্কারের খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে জার্মানির মন্ত্রিসভা। পার্লামেন্টে পাস হলে কার্যকর হবে সেই আইন। এতে অভিবাসীদের নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ আগের চেয়ে সুগম হবে।

অভিবাসীদের জন্য জার্মানিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে চায় দেশটির জোট সরকার। এজন্য আইন পরিবর্তন করে নাগরিক হওয়ার পথ সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছে জার্মানির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ২৩ আগস্ট মন্ত্রিসভা এই আইনের খসড়ায় অনুমোদন দিয়েছে।

জার্মানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফেজা এটিকে সরকারের সবচেয়ে ‘গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

যে কারণে পরিবর্তন

দক্ষকর্মীর সংকটে থাকা জার্মানির আইন যথেষ্ট আধুনিক ও অভিবাসীদের জন্য আকর্ষণীয় নয় বলে অভিযোগ করে আসছিলেন বিশেষজ্ঞরা। খসড়া আইন অনুমোদনদের পর ন্যান্সি ফেজা বলেন, “আমরা একটি আধুনিক অভিবাসন আইন প্রণয়ন করছি যা আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ এবং আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য ন্যায়সঙ্গত। জোট সরকাররে জন্য নতুন নাগরিকত্ব আইনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার।”

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে জার্মানিতে বসবাসকারী এক কোটি ২০ লাখ মানুষ বা ১৪ শতাংশের জার্মান পাসপোর্ট নেই। এর মধ্যে দশ বছর বা তার বেশি সময় বসবাস করছেন এমন অভিবাসী ৫৩ লাখ।

মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জার্মানির জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বছরের পর বছর বসবাসের পরও সমাজের মূল স্রোতে যুক্ত হতে পারছেন না। এ কারণে সমাজে তারা জার্মান নাগরিকদের মতো অংশগ্রহণ এবং অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছেন না।

খসড়া আইনে জার্মানির নাগরিকত্বের নিয়মে বড় ধরনের কয়েকটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। সুযোগ থাকছে দ্বৈত নাগরিকত্বের, কমছে জার্মানিতে বসবাসের সময়ের শর্ত। আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

দ্বৈত নাগরিকত্ব ঃ বিদ্যমান আইন অনুযায়ী, ইইউ ও সুইস নাগরিক ছাড়া দ্বৈত পাসপোর্টের অনুমোদন দেয় না জার্মানি। খসড়া আইন পাস হলে এই শর্তের পরিবর্তন হবে। সেক্ষেত্রে বিদেশিরা নিজ দেশের নাগরিকত্ব বজায় রেখেও জার্মানির পাসপোর্ট গ্রহণ করতে পারবেন। এজন্য তাকে অবশ্য অন্য শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।

কমছে সময় ঃ নাগরিকত্বের জন্য আবেদনের সময়সীমা আট বছর থেকে কমিয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে। অর্থাৎ, অভিবাসীরা বৈধভাবে পাঁচ বছর বসবাস করলে জার্মানির পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারবেন। কেউ যথাযথভাবে ইন্টেগ্রেটেড বা জার্মানির সমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলে তিন বছর বসবাসের পরই আবেদন করতে পারবেন। যেমন, কাজে অসাধারণ দক্ষতা দেখালে কিংবা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করলে, জার্মান ভাষার ওপর ভালো দক্ষতা থাকলে এবং স্বাধীনভাবে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য আয় রোজগার করলে সেগুলো বিশেষ যোগ্যতা বলে বিবেচনা করা হবে।

অভিবাসী শিশু ঃ অভিবাসী বাবা মায়ের জার্মানিতে জন্ম নেয়া শিশুরা শর্তহীন নাগরিকত্ব পাবে। চাইলে বাবা মায়ের দেশের নাগরিকত্বও তারা রাখতে পারবে। তবে বাবা অথবা মা যেকোন একজন বৈধভাবে জার্মানিতে পাঁচ বছর বসবাস করলে নাগরিকত্বের এই যোগ্যতা অর্জন করবে তারা।

বহুবিবাহ ঃ জার্মানির আইন অনুযায়ী, বহুবিবাহ এবং একাধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ। এইক্ষেত্রে নাগরিকত্বের জন্য তিনি বিবেচিত হবেন না। এছাড়া নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখালে সেই ব্যক্তিও নাগরিকত্ব পাবেন না।

যারা পাবেন না ঃ জার্মানিতে কেউ নাগরিক হতে হলে তাকে দেশটির মুক্ত সমাজের মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধ হতে হবে। সব মানুষের প্রতি সাম্য ও সম্মান বজায় রাখতে হবে। কেউ এই মূল্যবোধের অধিকারী না হলে বা এর বিরুদ্ধাচরণ করলে তিনি নাগরিকত্বের যোগ্য হবেন না। বিশেষ করে ইহুদি বিদ্বেষ, বর্ণবাদ ও মানবতাবিরোধী আচরণ জার্মানির মৌলিক আইনের বিরোধী। অতীতে কেউ এমন আচরণ করলে তিনি নাগরিকত্বের জন্য বিবেচিত হবেন না। এছাড়া রাষ্ট্রের সামাজিক সুরক্ষা ভাতাপ্রাপ্তরাও নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারবেন না।

রাজনীতির অধিকার

নাগরিকত্বপ্রাপ্তরা সমভাবে দেশটির রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন। তারা সমঅধিকার পাচ্ছেন কিনা রাষ্ট্র তার দেখভাল করবে। নতুন নাগরিকত্বপ্রাপ্তদের যাতে একটি উৎসবের মাধ্যমে এই সংক্রান্ত সনদ হস্তান্তর করা হয়, তার প্রস্তাব রাখা হয়েছে খসড়া আইনে।

নাগরিকত্ব পাওয়ার হার

বর্তমান আইনে জার্মানিতে দীর্ঘদিন বসবাস করা অভিবাসীদের জন্যও নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল। ২০২২ সালে জার্মান পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন এক লাখ ৬৮ হাজার ৫৪৫ জন। এই সংখ্যা অন্তত দশ বছর ধরে বসবাস করেন এমন অভিবাসীর মাত্র তিন দশমিক এক শতাংশ। এছাড়াও ইউরোপের গড় হারের তুলনায় জার্মানিতে নাগরিকত্ব পাওয়ার হার বেশ কম। অন্য দেশের নাগরিকত্ব বা বিদ্যমান পাসপোর্ট ত্যাগ করার বিধান এর অন্যতম কারণ বলে মনে করছে জার্মানির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। নতুন আইনে তাই দ্বৈত নাগরিকত্ব রাখার বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

রাশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকের আটকাদেশের মেয়াদ বাড়লো

মাস্কো ঃ গত মার্চে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে আটক করা হয় ইভান গের্শকোভিচকে। যুক্তরাষ্ট্রের এই সাংবাদিকের কারাবাসের মেয়াদ আপাতত তিনমাস বাড়িয়েছে মস্কোর এক আদালত।

৩১ বছর বয়সি গের্শকোভিচকের এখনো বিচার শুরু হয়নি। মার্চে ইয়েকাতেরিনবুর্গ শহরে আটক হবার পর থেকেই তিনি কারাবন্দি। পুলিশের অভিযোগ, তিনি গোয়েন্দাগিরি করছিলেন। গের্শকোভিচ এ অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তার কর্মস্থল ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল কর্তৃপক্ষও দাবি করেছে, তাদের হয়ে সাংবাদিকতা করতেই সেই শহরে গিয়েছিলেন গের্শকোভিচ। কিন্তু তাতে পুটিনের দেশে কারাজীবনের অবসান হয়নি। বৃহস্পতিবার সাদা প্রিজন ভ্যানে করে মস্কোর লেফোটোভস্কি আদালতে নেয়া হয় ইভান গের্শকোভিচকে। হাতকড়া পরানো হলেও জিন্সের প্যান্ট আর স্নিকার পরা অবস্থায় স্বাভাবিকই মনে হচ্ছিল তাকে। আদালত আটকাদেশের মেয়াদ আরো তিনমাস বাড়ানোয় আবার লেফোরটোভো কারাগারে ফিরে যান গের্শকোভিচ। লেফোরটোভো কারাগারের কয়েদিদের সঙ্গে অতি ‘রুক্ষ’ আচরণের কুখ্যাতি রয়েছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আমলে গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি যাদের আটক করতো, তাদের নেয়া হতো এই কারাগারে। গের্শকোভিচের সঙ্গে অবশ্য কোনো অন্যায় আচরণের অভিযোগ ওঠেনি। এ মাসের শুরুতে রাশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত লিন ট্রেসি কারাগারে তার সঙ্গে দেখা করেন। আগের দুবারের মতো তৃতীয়বারের সাক্ষাৎ শেষেও তিনি জানান,

গের্শকোভিচকে দেখে মনে হয়েছে স্বাস্থ্যের দিক থেকে তিনি ভালোই আছেন। বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে লেফোটোভস্কি আদালতের এক মুখপাত্র জানান, ইভান গের্শকোভিচের আটকাদেশ আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তারপর রাশিয়ায় গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ সত্যি কিনা তা যাচাইয়ের জন্য শুনানি শুরু হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, গের্শকোভিচের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ তোলা মস্কোর ‘জিম্মি কূটনীতি’র আরেক উদাহরণ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক পেশাদার সাংবাদিককে এভাবে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে আটক করাকে শুরু থেকেই ‘পুরোপুরি অবৈধ’ বলছেন। রাশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সাংবাদিক আটক হওয়ার ঘটনা সর্বশেষ ঘটেছিল ১৯৮৬ সালে। তখন ইউএস নিউজ এর মস্কো প্রতিনিধি নিকোলাস ড্যানিলফকে আটক করেছিল কেজিবি। ড্যানিলফের বিরুদ্ধেও তোলা হয়েছিল গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ।

সম্পাদকীয়

মিজোরামে বাঙালি শ্রমিকদের মৃত্যুর দায় কার?

মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেল সেতু ভেঙে মারা গেলেন পশ্চিমবঙ্গের ২৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক। এই মৃত্যুর দায় কে নেবে? এর মধ্যে একই পরিবারের চারজন মারা গিয়েছেন। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কি বাইরেই যেতে হবে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের? ভারতের উত্তরপূর্বের মিজোরাম রাজ্যের রাজধানী আইজল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে রেল সেতু নির্মাণের কাজ হচ্ছিল। বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ সেতুর দুটি স্তম্ভের মধ্যে ইস্পাতের কাঠামো ভেঙে পড়ে। সেই সময় জনা ২৬ জন শ্রমিক কাঠামোর উপরে কাজ করছিলেন। তাদের অধিকাংশই এই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। মৃত ২৩ জন শ্রমিক মালদহ থেকে মিজোরামে কাজ করতে গিয়েছিলেন। এদের ১১ জন এই জেলার রতুয়ার একটি গ্রামেরই বাসিন্দা। ইংরেজবাজার, গাজোল ও কালিয়াচক থেকে যাওয়া শ্রমিকরা দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। এর মধ্যে ইংরেজবাজারের একই পরিবারের চারজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবার পিছু দু'লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেয়া হবে। রেল মৃত শ্রমিকের পরিবারপিছু দেবে ১০ লক্ষ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এখানে যখন সেতু ভেঙেছিল তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখে কত ব্যঙ্গ। আমরা দুর্ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করতে চাই না। তবে মৃতদের পরিবারপিছু একটি করে চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।

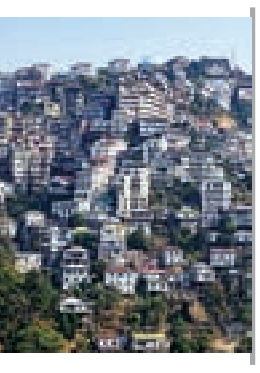

মিজোরামের দুর্ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এ নিয়ে টুইট করে বলেন, বাংলায় কর্মসংস্থানের অভাবেই শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে গিয়ে প্রাণ দিতে হচ্ছে। মধ্যস্থতাকারীদের মারফত সস্তায় কাজ করতে হচ্ছে। শ্রমিকদের কর্মসংস্থান তৈরিতে ব্যর্থ পশ্চিমবঙ্গের সরকার। রাজ্য সরকার বারবার অভিযোগ করেছে, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার না মেটানোয় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাসীরা কাজ পাচ্ছেন না। এজন্য ভিন রাজ্যে কাজের জন্য তাদের যেতে হচ্ছে। বিরোধীদের বক্তব্য, ১০০ দিনের কাজ কোনো কর্মসংস্থান নয়। এটি কেবল কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেয়। রাজ্যে কাজ না থাকায় পরিযায়ী হচ্ছেন শ্রমিকরা। অর্থনীতিবিদ প্রসেনজিৎ বসু বলেন, ২০-৩০ বছর আগে থেকে শ্রমিকরা অন্য রাজ্যে যান। এটা একটা আর্থসামাজিক প্রক্রিয়া যা দীর্ঘকাল চলছে। ১০০ দিনের কাজে টাকা না পাওয়া তো অল্প দিনের ব্যাপার। তাছাড়া ১০০ দিন কাজ করলে বছরে ২৫ হাজার টাকা একজনের উপার্জন হয়। তাতে কি সংসার চলে? অর্থনীতিবিদ রতন খাসনবিশের মতে, ১০০ দিনের কাজ থাকলেও বাংলার শ্রমিকরা অন্য রাজ্যে কাজ করতে যান। এই রাজ্যে বিকল্প কাজ মেলে না। সেখানে বেশি মজুরি পাওয়া যায়, কিন্তু ঝুঁকি থাকে। তারই পরিণতি হচ্ছে এই মৃত্যু। লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা সামনে এসেছিল। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক নিজ নিজ রাজ্যে ফিরেছিলেন। ফেরার সময় তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়। পরিযায়ীরা যে একই পরিস্থিতিতে রয়েছেন, সেটা বোঝা যাচ্ছে মিজোরামের ঘটনায়। প্রসেনজিৎ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার অমৃতকাল পালন করছে। কিন্তু পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় বুঝিয়ে দেয় কাজে গাফিলতি আছে। তাই পরিযায়ীদের মৃত্যুর দায় কেন্দ্রীয় সরকারকেও নিতে হবে। লকডাউন পর্বে পরিযায়ীদের তালিকা তৈরি করে বিকল্প পরিকল্পনার কথা বলেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু তাতে রাজ্যের বাইরে মানুষের স্রোত রোখা যায়নি। রাজ্য সরকার বিমার কথা বলেছে। পরিযায়ী শ্রমিক মারা গেলে তার পরিবার দু'লক্ষ টাকা পাবে। আহতদের ক্ষেত্রে মিলবে ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু নিজের গ্রামে তারা কাজ পাবেন কী করে? সঙ্কটের সমাধান? হতদরিদ্র সাধারণ মানুষ উপার্জনের খোঁজে ভিন রাজ্যে যান। এদের হাতে জমি নেই। গ্রামে কাজ নেই। চাষবাসের কাজ সারা বছর পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও তার পারিশ্রমিক যথেষ্ট নয়। তার উপর ১০০ দিনের প্রকল্পের কাজ হচ্ছে না। এর ফলে গভীর সঙ্কটে পড়েছে গ্রামীণ অর্থনীতি। এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে কীভাবে?

জানা অজানা

হাইকোর্টের নির্দেশকে অমান্য করে বীরভূমে বিদ্যালয় শিক্ষকদের টিউশনি

অভিক মিত্র

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বীরভূম জেলায় স্কুল শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনি করছে রমরমিয়ে নির্বিকার প্রশাসন। প্রশাসনকে

বহুবার জানিয়েও কোনো সুরাহা হয় নি তাই ফের একবার কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধের দাবিতে বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (উচ্চ শিক্ষা)কে স্মারকলিপি দিলো বীরভূম জেলা গৃহকল্যান সমিতি সিউড়ি শাখা। রাজ্য সম্পাদক অলোকেন্দু বিকাশ চক্রবর্তী বলেন, স্কুল শিক্ষকরা মাসে মাসে বেতন পাচ্ছে তারপরও টিউশনি করেও লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করছে। আমাদের জীবন জীবিকা সঙ্কটে ভুগছে। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী এর বিরুদ্ধে আছেন তারপরও শিক্ষা দপ্তরের কিছু কর্মীর জন্য স্কুল শিক্ষকদের টিউশনির বাড়বাড়ন্ত। আইনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। বীরভূম জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (উচ্চ শিক্ষা) চন্দ্রশেখর জাউলিয়া বলেন, স্কুল শিক্ষক গৃহশিক্ষক কল্যান সমিতির কথার মধ্যে কোথাও মিথ্যাচার হচ্ছে বলে আমার ধারণা। তদন্ত করে দেখা হবে।

শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে যা বললেন জিনপিং

চীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং বহিরাগত হস্তক্ষেপের বিরোধিতাকে সমর্থন করে বলে জানিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

তিনি বলেন, এই বিরোধিতার মাধ্যমে দেশটি যাতে অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখে উন্নয়ন ও প্রাণসঞ্চার করতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত ১৫তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে গতকাল বুধবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি জিনপিংয়ের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। শি জিনপিং বলেন, 'চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহ্যগত বন্ধুত্ব রয়েছে। উভয় পক্ষ ২০১৬ সালে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারত্বে উন্নীত করেছে। বিষয়টি ২ দেশের সহযোগিতাকে আরও গভীর করার বিষয়টিকে নির্দেশ করে।'

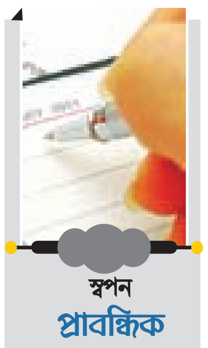

স্বপন
প্রাবন্ধিক

তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার দেশের নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে যোগদানের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'চীন বাংলাদেশের সঙ্গে বহুপাক্ষিক বিষয়ে সমন্বয় ও সহযোগিতা জোরদার করতে এবং আন্তর্জাতিক সমতা ও ন্যায়বিচারের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষায় কাজ করতে ইচ্ছুক।'

শেখ হাসিনা প্রশংসা করেন, বাংলাদেশের কোভিড-১৯ মহামারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অমূল্য সহায়তা দিয়েছে চীন, যা বাংলাদেশের উন্নয়নে এবং মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতিতে সাহায্য করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশ-চীনের সুসম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।'

বাংলাদেশ চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে এবং ব্রিকসের মতো বহুপাক্ষিক ব্যবস্থায় সহযোগিতা জোরদার করতে প্রস্তুত উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে এক চীন নীতি মেনে চলে এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে চীনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করে।'

২২-২৪ আগস্ট চলমান ১৫তমে ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে ২২ আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিকে চীনের প্রেসিডেন্ট সোমবার মধ্যরাতে দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছান।

দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যকার এই বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, প্রধানমন্ত্রীর কন্যা অটিজম অ্যান্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। আজ বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭০টি দেশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ফ্রেন্ডস অফ ব্রিকস লিডারস ডায়ালগে (ব্রিকস-আফ্রিকা আউটরিচ এবং ব্রিকস প্লাস ডায়লগ) বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য রাখবেন।

চলো ফিরে যাই ৫০ বছর আগেকার গ্রামে

সুনীল কুমার দে

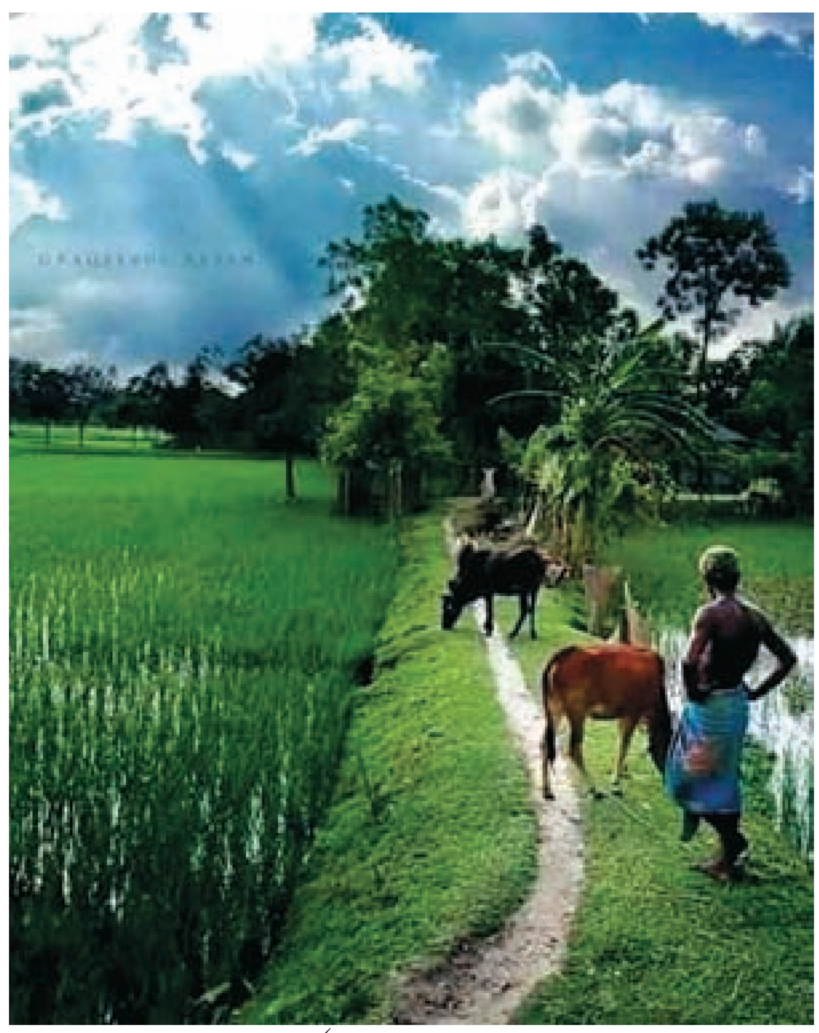

ভারতবর্ষ গ্রামের দেশ।স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন, গ্রামেই ভারতের আত্মা বসবাস করে।স্বাধীনতার পর আজ গ্রামের রূপ রং অনেকটাই পাল্টে গেছে।আধুনিক সভ্যতার হাওয়া শহর ছেড়ে আজ গ্রামেও ঢুকে পড়েছে। তাই বিকাশের সাথে সাথে গ্রাম আজ তার পুরানো সংস্কৃতি,ঐতির্য্য ও পরম্পরা গুলোকে ও হারিয়ে ফেলতে বসেছে।৫০ বছর আগে গ্রামে প্রায় পাকাবাড়ি ছিলো না,ছিলো খাপরা কিংবা খড়ের ঘর।ছিলো না ইলেক্ট্রিক লাইন,ডিবরি কিংবা লন্ঠনই যথেষ্ট ছিল।ঘরে ঘরে চাপা কল ছিল না,কুয়োর জল অথবা পুকুরের জলেই সব কাজ হতো।ঘরে ঘরে টিভি রেডিও ছিল না,তাই সিরিয়াল ও সিনেমার মাথা ব্যথা ছিল না।ছিল না মোবাইল তাই ফেসবুক ও হোয়াটস আপের ছিলো না কচকচানি।গ্রামে হরিনাম সংকীর্তন হতো,যাত্রা নাটক হতো,সবাই মিলে একসাথে আনন্দ করতো। সারা বছর পূজা,উৎসব,পরব লেগেই থাকতো। নানা রকম পিঠে পুলি,পুকুরের তাজা মাছ,ছাগল ও হাস মাংস খুব চলতো।রোজগার বলতে একমাত্র চাষবাস।তাতেই মানুষের প্রচুর আনন্দ।ধান বিক্রয় করেই সব কাজ সমাপন।মানুষের চাহিদা কম ছিল কিন্তু খুশি ও আনন্দ বেশি ছিল।বিয়ে বাড়িতে কোনো টেন্ট হতো না,কাঠ ও ডাল পালা দিয়ে ছামড়া তৈরি হতো।ডোম বাজনা বাজত, কোথাও কোথাও নাচনি নাচ ও হতো।ভোজ বলতে সকালে খই মুড়ি ও দুপুরে কেরালি ডাল ভাত,কুমড়ার তরকারি ও আমড়ার চাটনি আর বেশির বেশি মাছের ঝোল তাতেই মানুষের মহানন্দ।একমাস আগে থেকেই চলতো দুর্গাপূজার প্রস্তুতি, গ্রামে গ্রামে যাত্রা নাটক,ভুয়াং, ডুবাঙ, কাটিনাচের আসর বসত,কালীপূজা বা বাদনা পরবে বাদনাগীত,করমাতে করম গীত ,মকর পরবে টুসু গীত,ছাতু সংক্রান্তিতে শিবের গাজন ও ছৌ নাচ গ্রাম গুলোকে রমরমা করে রাখতো।গ্রামে পরস্পরের মধ্যে একটা ভালোবাসার বন্ধন ছিল,একটা মধুর সম্মন্ধ ছিল তা যে কোনো জাতির লোক হউক না কেন।কাকা খুড়া, দাদা বউদি,ভাই বোন মামা ভাগিনা এইভাবে একটা সম্মন্ধ বানিয়ে কথা বলতো।দেখা হলে কথা বার্তা বলা, খবর নেওয়া, সুখ দুঃখে কাছে এসে দাঁড়ানো ও বুদ্ধি ভরসা দেওয়া এই সব পরম্পরা গুলো তখনকার দিনে খুব ছিলো।এখন যেমন কেউ কাউকে চিনে না,সবাই যেন গম মেরে থাকে,আপন ভাবে আপনি বিভোর সেরকম কিন্তু তখন ছিল না। পরনিন্দা, পরচর্চার সময় পেতো না লোক এখনকার মত।তখনকার দিনে আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিলো না লোকের কিন্তু শান্তি ও আনন্দ ছিল,অভাবের তাড়নায় ছেলে মেয়েরা বেশি লেখা পড়া করতে পারতো না কিন্তু তাদের মধ্যে লঘু গুরু জ্ঞান ছিলো, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিলো, সবাই ঘরের কাজও করতো আবার পড়াশুনাও করতো।মানুষের মধ্যে ধর্ম ভাব ছিল,ধর্ম আলোচনা ছিলো, প্রেম ভালোবাসা,দয়া,করুনা, মায়া মমতা, সহযোগিতা ছিলো।আজ গ্রামের মানুষ আগের থেকে অনেক উন্নত, শিক্ষিত,ও আর্থিক দিক দিয়েও অনেক সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু মানুষ আজ আধুনিকতার নামে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি পরম্পরা,খুশি আনন্দ, শান্তি,প্রীতি ও ভালোবাসা গুলোকেও হারিয়ে ফেলেছে।তাই কখনো কখনো মনে হয় ৫০ বছর আগের গ্রামেই বুঝি ভালো ছিলাম এখনকার সময়ের থেকে।ফিরে যেতে মন করে শান্তি ও আনন্দের খোঁজে সেই ৫০ বছরের পুরানো গ্রামে।

বীরভূমের দুই গ্রাম থেকে চন্দ্রযান৩ ইসরো টিমে বিজয় ও সৌম্যজিৎ

অভিক মিত্র

চন্দ্রযান-৩ বুধবার সন্ধ্যায় চাঁদের মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে নজির গড়েছে ভারত সৌজন্য ইসরো। ইসরো টিমের সদস্য বীরভূম জেলার বিজয়কুমার দাই এবং সৌম্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়। চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপন হয়েছিল চোদ্দো জুলাই। ইসরোর সিনিয়র তথ্য সম্প্রচার দায়িত্বে ছিলেন ময়ূরেশ্বর একনং ব্লকের দক্ষিণগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিনগ্রামের বিজয়কুমার দাঁই। ২০০০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো সাফল্য নিয়ে উত্তীর্ন হয় দক্ষিনগ্রাম জগত্তারিনী বিদ্যায়তন থেকে। বেলুরমঠ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ন হয়। কল্যানী সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলি কমিউনিকেশনে বিটেক করেন। এমটেক করেন যাদবপুর ইউনিভারসিটি থেকে। ২০০৭ সালে ইসরো ব্যাঙ্গালোরে যোগ দেন। ২০১৯ সালে চন্দ্রযান-২ তিনি তথ্য সম্প্রচার বিভাগ দায়িত্বে ছিলেন। ২০২৩ সালে চন্দ্রযান-৩ একই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সিনিয়র পদে। বাড়ীতে রয়েছেন মা,বাবা,দুই ভাই। বাবা পুলিশের এনভিএফ কর্মী ছিলেন। পেনশন পান না তাই চাষবাস করেন। বিজয়ের দাদা বিনয় দাই মল্লারপুর পূর্ব চক্রের গৌড়বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ছোটো ভাই বাপী দাঁই মাস্টার ডিগ্রি করে চাকরি পায় নি চাষাবাদ করেন। বিজয় স্ত্রী,এক ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে থাকে। বছরে সময় পেলে এক দু'বার গ্রামের বাড়ীতে আসেন। সিউড়ি এক নং ব্লকের রাইপুর গ্রামের ছেলে সৌম্যজিৎ চট্টোপাধ্যায় (পিকু) অপারেশন ডিরেক্টর ছিলেন। বাবা দেবদাস চট্টোপাধ্যায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ আধিকারিক। বর্তমানে কলকাতার নিউটাউনে থাকেন। দেবদাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, আজ এক আনন্দের দিন।খুবই ভালো লাগছে গর্ব অনুভব করছি পিতা হিসাবে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুভেচ্ছা ফোন আসছে। বীরভূম জেলা থেকেও এসেছে।

সাময়িকী

মডেলিংয়ে কি 'সাইজ জিরো' ফিরে আসছে?

শোলা লাওয়াল
কলামিস্ট

মিলান, প্যারিস আর নিউইয়র্কের সাম্প্রতিক ফ্যাশন শোগুলোতে 'সাইজ জিরো' ফিরে আসছে বলে মনে হচ্ছে। প্রায় সব মডেলই অনেক পাতলা ছিলেন। তাহলে কি 'বডি পজিটিভিটি' ট্রেন্ড শেষ হতে চলেছে? ওটা কি শুধুই একটা পাবলিসিটি মুভ ছিল?

ইটালির মডেলিং এজেন্সি 'ইমপেরফেত্তা' মডেল হিসেবে আলবিনিজমে আক্রান্ত দুই বোন মাটিল্ডে ও আঞ্জেলিকা অরেলিকে বেছে নিয়েছে। সুন্দরের বর্তমান সংজ্ঞা পালটানো এই সংস্থার লক্ষ্য।

ইমপেরফেত্তার প্রধান কারলোটা জানকানে বলেন, ''ওজন, অরিজিন, ত্বকের রঙ বা উচ্চতা বিষয়ে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। মডেল নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিভাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়।''

গত কয়েক বছর ধরে ফ্যাশন জগতের একটি অংশ বৈচিত্র্যতার দিকে ঝুঁকছে। মডেলদের লম্বা, পাতলা আর যতটা সম্ভব নিখুঁত হতে হবে, এমন ধারণাকে তারা চ্যালেঞ্জ করছে।

ভ্রু কুঁচকে দেয়, এমন মডেল ব্যবহারই ইমপেরফেত্তা এজেন্সির মূল লক্ষ্য।

সাম্প্রতিক সময়ে অনেক লেবেল তাদের পোশাকের বিজ্ঞাপনে স্থূল আকারের মডেলের ব্যবহার শুরু করেছে।

তবে মিলান, প্যারিস আর নিউইয়র্কে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শোগুলোতে 'সাইজ জিরো' ফিরে আসছে বলে মনে হচ্ছে। তাহলে কি 'বডি পজিটিভিটি' ট্রেন্ড আবার শেষ হতে চলেছে? ওটা কি শুধু একটা পাবলিসিটি মুভ ছিল? প্যারিসের ফ্যাশন সাংবাদিক ভিক্স ফস্টার অবশ্য এই বিষয়টিতে অবাক হননি। তিনি বলছেন, ''বর্তমানে প্রায় সব শোতে অন্তত এক বা দুইজন স্থূল মডেল রাখা হচ্ছে। এটা অবশ্যই একটা ট্রেন্ড এবং ফ্যাশনে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার একটা চেষ্টা, ডাইভারসিটি... আবার কখনও এটা সামান্য হলেও ধোঁকা বটে, কারণ স্টোরগুলোতে গিয়ে যদি আপনি অনেক বড় সাইজের কিছু চান, তারা বলবে, নেই... তাদের হয়ত বড়, এক্সট্রা বড় সাইজ আছে, কিন্তু তাদের থ্রিএক্সএল নেই।'' হয়ত এটি একটি ট্রেন্ড, কিন্তু এটি ফ্যাশন জগতের সৌন্দর্য্যের ইমেজে প্রভাব ফেলেছে। বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার মডেলরা এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি জনপ্রিয়। ম্যাগাজিনগুলোতে এখন প্রতিবন্ধী ও একটু বয়স্কদের মডেল হিসেবে দেখা যাওয়া এখন স্বাভাবিক।

ভিক্স ফস্টার বলেন, ''এই ট্রেন্ড কি চলতে থাকবে? আমার মনে হয় চলতে থাকবে, তবে গণমাধ্যম আর সামাজিক মাধ্যমে যতটা দেখা যাচ্ছে, হয়ত ততটা নাও হতে পারে।'' হয়ত বিষয়টি এমনই, কিন্তু ২০২০ সালে যাত্রা শুরুর থেকে ইমপেরফেত্তা এজেন্সি নিয়মিত বেশি কাজ পাচ্ছে।

ইমপেরফেত্তার প্রধান কারলোটা জানকানে বলেন, ''শুরুতে বিষয়টা খুব কঠিন ছিল, কারণ লেবেলগুলো শুধু একধরনের মডেলদের দিয়ে কাজ করাতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ক্রমেই লেবেলগুলো তাদের ক্রেতাদের ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করার গুরুত্ব বুঝতে পারছে।''

এখন কোনটা আকর্ষণীয় আর ট্রেন্ডি, এই বিষয়গুলো শুধু লেবেলগুলোই ঠিক করে না। এখন ক্রেতাদেরও কথার মূল্য আছে। পরবর্তী প্রজন্ম এই পরিবর্তিত সমাজের অংশ, যেখানে বৈচিত্র্যতার গুরুত্ব আছে। আর এই সময়কে প্রতিনিধিত্ব করে এমন মডেলের চাহিদা আছে।

পাঠকের চিঠি

দুয়ারে সরকার ব্যাবস্থা ঐতিহাসিক প্রশংসনীয় পরিকল্পনা

আমরা সকলেই জানি ২০২০ সালের শেষের দিক থেকে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার পরিষেবা। আর নির্দ্বিধায় বলা যায় দুয়ারে সরকার পরিষেবা হলো ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক পরিষেবা যা স্বাধীন ভারতের সময় থেকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনো রাজ্যে সরকার এমন পরিষেবা আনতে পারেননি। যেটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়েছে। দুয়ারে সরকার পরিষেবার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের জনগণ অনেক সুবিধাও পেয়ে থাকেন। দুয়ারে সরকার পরিষেবার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা। যদিও বা এই পরিষেবার নাম দুয়ারে সরকার তবুও এই পরিষেবার নাম নিয়ে অনেকেই দ্বিধাবোধ করে থাকেন। কারণ এই পরিষেবা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না তাই। দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে মানুষের কাছে সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সময়সাময়িক পঞ্চায়েত, কুল বা কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্প করা হয় এবং সেই ক্যাম্পের নির্ধারিত দিন এলাকায় প্রচার করা হয় যাতে মানুষ সেখানে গিয়ে তাদের দরকারি পরিষেবা উপভোগ করতে পারেন। দুয়ারী সরকার নাম হলেও এটি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না তার কারণ - যদি সরকারি কর্মচারীরা এলাকার প্রত্যেকটি গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুয়ারে সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেন তাহলে এই দুয়ারে সরকার পরিষেবা সারা বছরই সপ্তাহে প্রত্যেকটা দিনই চালু রাখতে হবে, কারণ যদি কোন সরকারি কর্মচারী কোন বাড়িতে যান তাহলে সেই বাড়িতে একজন সরকারি কর্মচারীকে কমপক্ষে কিছু না হলেও গড়ে কুড়ি মিনিট সময় দিতেই হবে। আর একটা গ্রামে শুধুমাত্র একটা পরিষেবা সংক্রান্ত সরকারি কর্মচারী গেলে হবে না, গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়িতে কাজ করতে গেলে যত পরিসেবা দুয়ারে সরকারে পাওয়া যায় প্রত্যেকটা পরিষেবা প্রদানকারী বিভাগ থেকে অন্তত একজন সরকারি কর্মীকে সেই গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়িতে যেতেই হবে তাদের সমস্যা সমাধান করতে, তাতে সেই বাড়িতে সেই বিভাগীয় সমস্যা থাক বা না থাক। আর যদি সে রকম হয় তাহলে একটা অফিসের সমস্ত কর্মচারী যদি অফিস বন্ধ করে গ্রামে গ্রামে ঘুরেন তাহলেও একদিনে একটা গ্রামের মানুষের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। একটা গ্রামের সমস্যার সমাধান করতে এক সপ্তাহ বা তার বেশি সময়ও পার হয়ে যেতে পারে। আর যদি এভাবে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে সরকারি কর্মচারীরা ঘুরে ঘুরে কাজ করেন তাহলে সারা বছরেও মানুষের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে না। আর সরকারি অফিস বন্ধ রেখে দুয়ারে সরকার পরিষেবা দেওয়া সম্ভব না, অফিসেও কর্মচারী থাকতে হয় অফিসের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য। আর এইরকম বিভিন্ন সমস্যার কথা মাথায় রেখেই দুয়ারে সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা ক্যাম্পের মাধ্যমে মানুষের কাছে। যাতে সরকারি অফিসে ও সরকারি কর্মচারীদের সময় নষ্ট না হয়। যেহেতু কোন মানুষ বিভিন্ন অফিসে বিভিন্ন কাজের জন্য চক্কর লাগিয়ে বেড়ান সে দিক থেকে বিবেচনা করলে সময় সাময়িক একবার একটা স্থানে কিছু সময়ের জন্য গিয়ে নিজের কাজকে করিয়ে নেওয়া খারাপ বলে মনে হয় না। আর অফিসে গিয়ে যে কাজটি করানো হয়, অফিসে মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপে সেই কাজটি অনেকটাই সময় লাগে সম্পূর্ণ হতে কিন্তু দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে যে সমস্ত পরিষেবার নথিপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়ে সেগুলি আলাদাভাবে গণ্য করা হয়। ও সেই সমস্ত কাজগুলি যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করা হয়। দুয়ারী সরকার পরিষেবার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যে সুবিধা পাননি সেটা বলা অনুচিত বলেই মনে করা যায়। রেশন কার্ড, এসসি, এসটি, ওবিসি সার্টিফিকেট, বিভিন্ন ভাতা এছাড়াও আরও বিভিন্ন পরিষেবার মধ্যে দুয়ারে সরকারের অন্যতম বিশেষ কিছু নজর কাড়া পরিষেবা হলো লক্ষীর ভান্ডার, কৃষক বন্ধু ও জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পরিষেবা। লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ২৫ বছর ও তার বেশি বয়সী মহিলাদের প্রতিমাসে ৫০০ ও ১০০০ টাকার একটা অনুদান দিয়ে থাকেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গের সম্মানীয় কৃষকদের একটা অনুদান দিয়ে থাকেন কৃষকের জমির পরিমাণ এর ভিত্তিতে যা সর্বনিম্ন বাৎসরিক ৪০০০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এছাড়াও জমি সংক্রান্ত সমস্যা অর্থাৎ যে সমস্ত মানুষ তারা কৃষি জমি কিনেছেন কিন্তু সেটিকে নিজের নামে রেকর্ড করতে পারছেন না রেকর্ড করানোর জন্য সমস্যায় ভুগছেন সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান দুয়ারে সরকার পরিষেবায় করা হয়। এছাড়াও ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা ও খাস জমি পাট্টা করার ব্যবস্থাও দুয়ারে সরকারে রাখা হয়েছে। তাই দুয়ারে সরকার নামটিকে সামনে রেখে, পঞ্চায়েত স্কুল বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্প মোড়ে পরিষেবা প্রদান করা টিকে সমস্যা না ভাবাই উচিত। কারণ এইরকম সুবিধা জনক পরিষেবা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর আগে কখনো দেখা যায়নি তাই নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে দুয়ারে সরকার ব্যাবস্থা এক ঐতিহাসিক প্রশংসনীয় পরিকল্পনা।

মহম্মদ ওয়াশিম, কাজীপাড়া, লাভপুর, বীরভূম

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

সফলভাবে চন্দ্রযান ৩ চাঁদে নামার পর এই বিষয় নিয়ে রাজ্যজুড়ে তিনটি রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজ্যের ৩১৫০০ বিদ্যালয়ে ১৪ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী সরাসরি চন্দ্র অভিযান প্রত্যক্ষ করেছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক অভাবনীয় অকল্পনীয় অপ্রতিরোধ্য সফলতা। সারা বিশ্বের প্রথম ভারত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নিজের বিক্রম লেন্ডারের সফট ল্যান্ডিং করাতে সক্ষম হয়েছে। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোনো দেশ নামতে পারেনি। নজিরবিহীন ভাবে এক্ষেত্রে প্রথম দেশ হিসেবে নিজের প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে ভারত। এটাকে এক ঐতিহাসিক উপলব্ধি বলে বর্ণনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এই বিরল মুহুর্তের জন্য ইসরোর প্রতি জন বৈজ্ঞানিক এবং সারা দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের তরফে আয়োজন করা অনুযায়ী ৩১৫০০ বিদ্যালয়ে ১৪ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী সরাসরি চন্দ্র অভিযান প্রত্যক্ষ করেছে বলে জানালেন তিনি।

আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীনের পরেই ভারতবর্ষ চতুর্থ দেশ হিসাবে চন্দ্রের ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে চন্দ্রের দক্ষিণ মেরুতে ভারত প্রথম অবতরণ করে সারা বিশ্বে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। চন্দ্রপৃষ্ঠে ইসরোর পাঠানো লেন্ডার বিক্রম অবতরণ করার এই মুহূর্ত স্বচক্ষে অনুভব করার জন্য সারা রাজ্যের প্রত্যেক শিক্ষা অনুষ্ঠান, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে এর সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল শিক্ষাবিভাগ। বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরাও এই মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজেদের শিক্ষানুষ্ঠানে থেকে যাওয়ার নজির সৃষ্টি হয়েছে। তবে এটা জোর করে নয় বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্রছাত্রীরা চন্দ্রে অবতরণের এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত স্বচক্ষে দেখার জন্য উল্লাসিত হয়ে পড়েছিল। তবে শুধুমাত্র শিক্ষানুষ্ঠান নয় রাজ্যের বিভিন্ন তারকা গৃহ ছাড়াও জনসমক্ষে অথবা বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে চন্দ্র অভিযানের সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষ বিপুল উৎসাহে এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছেন।

চন্দ্রযান ৩ চাঁদে নামার ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার উদ্দেশ্যে গুয়াহাটি মহানগরের রাজধর বড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে চন্দ্র অভিযানের সরাসরি সম্প্রচার প্রত্যক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অভিযানের সফল সমাপ্তির পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন আমরা প্রত্যেকেই ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানের বিরল মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছি। ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানী ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন কৃতজ্ঞ ভারতবাসীর হয়ে তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে অমৃত কালের এই প্রভাতী মুহূর্তে ভারতে প্রদর্শন করা সফলতা বিশ্বের একটি বিকশিত দেশে ভারতকে রূপান্তরিত করবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের তরফে অসমের ৩১ হাজার ৫০০ বিদ্যালয়ে চন্দ্র অভিযানের লেন্ডিং দেখানোর জন্য সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রায় ১৪ লক্ষের অধিক ছাত্রছাত্রী চন্দ্রপৃষ্ঠে ভারতের পাঠানো বিক্রম লেন্ডারের সফট ল্যান্ডিং প্রত্যক্ষ করেছে বলে শিক্ষা বিভাগ তাকে জানিয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি শিক্ষা বিভাগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন অদূর ভবিষ্যতে চন্দ্র অভিযানের উপর সারা রাজ্য জুড়ে তিনটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা চন্দ্র অভিযান সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারবে। ফলে মহাকাশ বিজ্ঞানের উপরে ছাত্রছাত্রীদের যেই আগ্রহতা রয়েছে সেটা অধিক ত্বরান্বিত তথা আকর্ষণীয় হওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা পাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সরকারকে 'বড় ধরনের ঝাঁকুনির' আন্দোলন সেপ্টেম্বরে

ঢাকা ঃ সরকার পতনের আন্দোলন এখনো সরকারকে আঘাত করার পর্যায়ে যায়নি। এখন পর্যন্ত যা হয়েছে তাকে প্রচার প্রচারণা , গণসংযোগ বলা যায়।

এই অভিমত বিএনপি নেতা এবং তাদের সমমনা যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের। তাই সেপ্টেম্বরে সরকারকে আঘাত করার মতো আঃেদালন করতে চায় তারা। সরকারকে ধাক্কা মারতে চায়। বুধবার বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকায় গণঅধিকার পরিষদের এক সভায় এখনো কেন সরকারের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান হচ্ছে না সেই প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন,পরিবর্তন আনতে হলে বড় রকমের ঝাঁকুনিসংগ্রাম দরকার। সে সংগ্রামে আমরা আছি। কিন্তু তা যথেষ্ট কি না, তা এখনই চিন্তা করতে হবে। সুনামির মতো অভ্যুত্থান ছাড়া এই দানবকে সরানো সম্ভব না।'' ফখরুলের এই চিন্তা শুধু বিএনপির মধ্যেই নয়, তাদের যুযপৎ আন্দোলনের শরিকদের মধ্যেও। তারাও মনে করেন, সরকারের পতন ঘটাতে যে আন্দোলন করা দরকার সেই আঃেদালন হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত সভাসমাবেশ, পদযাত্রা, গণমিছিলসহ আরো যে কর্মসূচি পালন হয়েছে তাতে ভালো গণসংযোগ হয়েছে। কিন্তু তাতে সরকার পতনের মতো কিছু হয়নি। সরকারের পতন ঘটাতে হলে ভিন্ন ধরনের কর্মসূচি দিয়ে ঢাকাসহ সারাদেশ স্থবির অচল করে দিতে হবে। বিএনপি ও যুগপৎ আঃেদালনের নেতারা বলছেন, কৌশলগত দুর্বলতা ও সমন্বয়ের অভাবে এখনো আন্দোলন সরকারের পতন ঘটানো পর্যায়ে নেয়া যায়নি। তবে সমন্বয়ের দুর্বলতা কেটে গেছে। তাই সেপ্টেম্বরকেই টার্গেট করা হয়েছে সরকার পতনের মতো আঃেদালন করার। হরতালকে বাদ দিয়ে তারা আর সব ধরনের কর্মসূচির চিন্তা করছেন। এরমধ্যে আছে আদালত ঘেরাও, সচিবালয় ঘেরাও, প্রধানমন্ত্রীর অফিস ঘেরা, অবরোধ ও অবস্থানের মতো কর্মসূচি। তবে হরতাল নিয়ে ভিন্ন মতও আছে। কেউ কেউ মনে করেন সরকার পতনের জন্য কর্মসূচি হিসেবে হরতাল বেশ কার্যকর। তাই প্রয়োজনে সময় বুঝে হরতালও দেয়া হবে। তবে হরতালের কোনো কর্মসূচি দেয়া হলে তা বেশি আগে জানানো হবে না। আগেরদিন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। তারা মনে করছেন, সেপ্টেম্বর অক্টোবরের মধ্যে কিছু করা না গেলে সরকারকে আর কিছু করা যাবে না। কারণ অক্টোবরের শেষে অথবা নভেম্বরের শুরুতে নির্বাচনের তফসিল হবে। তাই যা করার তার আগেই করতে হবে। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সিঙ্গাপুর গেছেন চিকিৎসার জন্য। তিনি চার পাঁচ দিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন। তারপর বড় আন্দোলনের কর্মসূচি চূড়ান্ত হবে বলে জানাগেছে। এরইমধ্যে

যুগপৎ আন্দোলনের শরীক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা শেষ হয়েছে। বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক ডয়চে ভেলেকে জানান, সরকারের পতনই তো আমাদের এক দফা। আমরা তাই সরকারকে বড় জোর সেপ্টেম্বরের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সময় দিতে পারি। তারপর আর না। আমাদের এখনকার আন্দোলন সরকার পতনের জন্য যথেষ্ঠ নয়। যেহতু অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষা আছে। তাই এরপরই আমরা সরকার পতনের মতো আন্দোলনে যাব। তিনি বলেন, হরতাল ছাড়া আমরা আর সব কর্মসূচির কথাই বলছি। ঘেরাও, অরোধ সবই থাকছে। হরতালের বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের চিন্তা আছে। কারণ হরতাল ডাকলে সকারের লোকজন দেখা যাবে গাড়ি পুড়িয়ে আমাদের দায় কেবে। তার কথা, সরকার পতনের চূড়ান্ত আন্দোলনের জন্য মাঠের লোকজন প্রস্তুত আছে। বরং নেতৃত্ব পিছিয়ে আছে। আর ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদ বলেন,সেপ্টেম্বর থেকে সরকার আঘাত টের পারে। বড় ধরনের ঝাঁকুনি দেয়া হবে সরকারকে। আমরা সেপ্টম্বরেই যা কিছু করার করে ফেলব। আমরা হরতালে যাব না। তবে সচিবালয়, আদালত, নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করব। আরও যা করার করব। তার কথা,আমাদের মধ্যে সন্বয়ের যে অভাব ছিলো তা এখন আর নাই। আমরা এখন সব কর্মসূচি যুগপৎভাবে পালন করব। নাগরিক ঐক্যের প্রধান মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন,এখন পর্যন্ত সরকারবিরোধী আন্দোলন যা হয়েছে তা প্রচার প্রচারণা। বিশাল সমাবেশ, বিশাল মিছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোনো কর্মসূচি পালন করা হয়নি যা সরকারকে আঘাত করে। যেমন সচিবালয় ঘেরাও, প্রধানমন্ত্রীর অফিস ঘেরাও, হরাতাল। আমরা হরতাল করছি না, কিন্তু বাকিগুলো সেপ্টেম্বর থেকে আমরা শুরু করব বলে চিন্তা আছে। আমরা এমন কিছু করব যা সরকারকে আঘাত করে। তার কথা,এই সরকারকে বিদায় করতে না পারলে তো আর কিছু হবে না। বড় মিছিল আর সমাবেশ করে বাংলাদেশের কোনো সরকারকে বিদায় করা যায় না। ওই রকম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তো এখানে নেই। তাই সরকারকে সরাতে হলে আঘাত করে সরাতে হবে। আমরা সেটাই করতে চাই। আগামীকাল শুক্রবার বিএনপি ঢাকায় কালো পতাকা নিয়ে গণমিছিল করবে। পরের দিন শনিবার সারাদেশের মহানগরে একই কর্মসূচি পালন করবে বিএনপি। এই কর্মসূচি বিএনপির সাথে যুগপৎ ভাবে পালন করবে আরো ৩৬টি রাজনৈতিক দল। তবে যুগপৎ হলেও কোনো কোনো দল শুধু শুধু গণমিছিল করবে কালো পতাকা বহন করবে না। মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন,কালো পতাকা শোকের প্রতীক। আমরা তো চাই সরকার গো ব্যাক করুক। এর সাথে কালো পতাকা যায় না। তাই আমরা শুধু গণমিছিল করব। বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স অবশ্য মনে করেন তারা এখন যে কর্মসূচি পালন করছেন তা সবই সরকারকে ধাক্কা দেয়ার কর্মসূচি। এই ধাক্কা আরো বাড়বে। তিনি বলেন,এই সরকারকে তো বিদায় করতে হবে। তাই আরো বড় ধরনের ধাক্কা দেয়া হবে। ১ সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আঃেদালনের আঙ্গিকে পালন করা হবে। আরো নতুন ধরনের কর্মসূচি দেয়া হবে। সেটা আগে বলা হবে না। ঘোষণা করলে আপনারা জানতে পারবেন। তার কথা, এটা আগস্ট সেপ্টেম্বরের বিষয় নয়। সরকার পতনের আন্দোলন তো চলমান আছে। এটাকে আরো জোরদার করা হচ্ছে।

নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ এবং গৌরব গগৈর মধ্যে টানাটানি

জ্যেষ্ঠ নেতা প্রদ্যুৎ বরদলৈকে সম্মান জানিয়ে এই আসন ছেড়ে দেওয়ার জন্য গৌরব গগৈকে অনুরোধ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষই নিজেদের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তবে রাজ্যে পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পর এবার নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে দুই কংগ্রেস সংসদের মধ্যে টানাটানি লেগে গেছে। বর্তমান নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ এবং কলিয়াবরের সাংসদ গৌরব গগৈ দুজনের লক্ষ্য হয়ে পড়েছে এই লোকসভা কেন্দ্র। পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্র দুই ভাগ হয়ে এক ভাগকে কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্র হিসেবে নামকরণ করার পর এবং কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্রের অধিকাংশ সংখ্যালঘু এলাকা নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র স্থানান্তরিত হওয়ার পর সাংসদ গৌরব গগৈ এই কেন্দ্র থেকে আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে কোনোভাবেই এই কেন্দ্র ছাড়তে নারাজ বর্তমানের সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে জ্যেষ্ঠ নেতা প্রদ্যুৎ বরদলৈকে সম্মান জানিয়ে এই আসন ছেড়ে দেওয়ার জন্য গৌরব গগৈর প্রতি অনুরোধ জানালেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। প্রসঙ্গত যখন থেকে সাংসদ গৌরব গগৈ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন তখন থেকেই সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ অস্থির হয়ে পড়েছেন। বিশেষ করে সাংসদ গৌরব গগৈ নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করা শুরু করার পর থেকেও তিনি যে কোনো ভাবে এই কেন্দ্র ছাড়বেন না বলে আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র তার নিজস্ব কেন্দ্র। ফলে নগাঁও এ তিনি কাজ করে যাবেন। তাছাড়া ভবিষ্যতেও এই

কেন্দ্রে কাজ করার তার পরিকল্পনা রয়েছে। সাংসদ গৌরব গগৈ লাহোরী ঘাটে এসেছেন বলেই তিনি নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সেটা বোঝায় না। এটা সম্পূর্ণ প্রচার মাধ্যমের বিভ্রান্তিমূলক খবর। এই খবর সম্পূর্ণ অমূলক বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। অর্থাৎ কোনো কারনেই এই কেন্দ্র ছেড়ে দেবেন না বলে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে এই বিষয় নিয়ে সাংসদ গৌরব গগৈর বক্তব্য হলো পুনর্গঠনের মাধ্যমে কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্র দুই ভাগ হয়ে এক ভাগকে কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্র হিসেবে নামকরণ করার পর তিনি কোন কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দিতা করবেন সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনায় রয়েছেন। তিনি বলেন কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্রে তার বাবা অর্থাৎ প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর স্মৃতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ফলে কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্র দুই ভাগ হয়ে যাবার পর এবার তিনি কোন কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। কারণ দুটি কেন্দ্রের সাধারণ জনতা তাকে দুই দিকে টানছেন বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন সাংসদ গৌরব গগৈ। অর্থাৎ নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে তার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা রয়েছে সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে দুই কংগ্রেসী সাংসদের টানাটানির বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। বিশেষ করে এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে তিনি নিয়মিত ফোন করছেন বলে সাংসদ গৌরব গগৈর অভিযোগের জবাব দিয়েছেন মন্ত্রী হাজরিকা। তিনি বলেছেন গত দুই বছরে বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে এক দুইবার ফোন করেছেন। তার বিধানসভা কেন্দ্রে সফরে যাওয়ার সময় তিনি বিধায়ককে ফোন করেছিলেন বলে জানান। তবে কে কাকে কতবার ফোন করেছে সেটা ফোনের সিডিআর বের করলে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পাবে। যদি সাংসদ গৌরব গগৈ চান তাহলে তিনি তার ফোন কল এবং হোয়াটসঅ্যাপের ফোন কলের সিডিআর নিজে বের করে দেবেন বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন কংগ্রেস নেতারা বদরুদ্দিন আজমলকে অধিক আলিঙ্গন করেন। গত লোকসভা নির্বাচনে বদরুদ্দিন আজমলের আশীর্বাদে কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্রে জয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সাংসদ গৌরব গগৈ। কারণ তার বিরুদ্ধে কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্রে কোনো প্রার্থী দেয়নি এআইইউডিএফ। যদি গতবার এআইইউডিএফ কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্রে নিজেদের প্রার্থী প্রক্ষেপ করত তাহলে গৌরব গগৈ কোনভাবেই সেখান থেকে জয়লাভ করতে পারতেন না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেছেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে কুচকাওয়াজ করেছেন সাংসদ গৌরব গগৈ। তাছাড়া তিনি চেষ্টা করছেন যাতে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে বদরুদ্দিন আজমল নিজেদের প্রার্থী না দেন যাতে তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করতে সক্ষম হন। মন্ত্রী বলেন সাংসদ গৌরব গগৈ অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছেন বিজেপি দলে জ্যেষ্ঠ নেতাদের সম্মান জানানো হয় না। ফলে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা গৌরব গগৈকে অনুরোধ করছেন যাতে তিনি নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈর জন্য ছেড়ে দেন। কারণ সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ সাংসদ গৌরব গগৈর তুলনায় জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা। বর্তমানে সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈর নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে এসে সাংসদ গৌরব গগৈর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। যেহেতু কংগ্রেস দলে জ্যেষ্ঠ নেতাদের সম্মান করা হয়। সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ যেহেতু জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা। ফলে তাকে সম্মান জানানো উচিত গৌরব গগৈর। সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈর রাজনৈতিক জীবনে অন্ধকার নামানো উচিত নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

ক্যানাডার অর্থমন্ত্রীকে দ্রুতগতির জন্য জরিমানা

ক্যানাডা ঃ ক্যানাডার অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ডকে জরিমানার করা অর্থের পরিমাণ প্রায় ২১ হাজার টাকা। নিজের প্রদেশ অ্যালবার্টায় এ ঘটনা ঘটেছে। ফ্রিল্যান্ডের মুখপাত্র ক্যাথরিন কাপলিনকাস জানিয়েছেন, তার নিজের কোনো গাড়ি নেই এবং তিনি নিয়মিত সাইকেলেই চলাচল করেন। তবে গতিসীমা ভঙ্গ করার সময় অর্থমন্ত্রী কার গাড়ি চালাচ্ছিলেন সে বিষয়ে কিছু জানাননি মুখপাত্র।

জানিয়েছে, জরিমানার অর্থ এরই মধ্যে পরিশোধ করেছেন অর্থমন্ত্রী। ফ্রিল্যান্ড টরোন্টোর একটি আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে এসেছেন। ২০১৯ সাল থেকে তিনি দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন, ২০২০ সাল থেকে দায়িত্ব পেয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়েরও। প্রায়ই তার সাইকেল চালিয়ে চলাচল করার ছবিও ছাপানো হয় স্থানীয় গণমাধ্যমে। গত মাসেই ফ্রিল্যান্ড সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, আমার বাবা এখনও মানতে পারেন না যে আমার কোনো গাড়ি নেই। আমি হাঁটতে পছন্দ করি, সাবওয়েতে চড়ি। আমার সন্তানরাও হাঁটে এবং সাইকেল চালায়, সাবওয়েতে চড়ে। আমাদের পরিবারের জন্য এটি স্বাস্থ্যকর একটি ব্যবস্থা।

‘মেসির কাছে প্রতিটি মুহূর্তের উত্তর আছে’, বললেন মায়ামির কোচ মার্তিনো

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নাম লেখানোর পর এই প্রথম গোলহীন লিওনেল মেসি। কিন্তু দলকে জেতাতে গোল কি করতেই হবে! গোল করা ছাড়াও তো প্রতিপক্ষের ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারেন কিংবদন্তি ফুটবলাররা। গোল না করেও হতে পারেন ম্যাচের নায়ক। ইউএস ওপেন কাপের সেমিফাইনালে আজ এফসি সিনসিনাটির বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির জয়েও সেটাই হয়েছে। মেসি গোল পাননি, তবে মায়ামি যে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জিতে ফাইনালে উঠল, সেটাতে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দুটি গোল করিয়ে নায়ক আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কই। ম্যাচের তখন ৬৮ মিনিট। সিনসিনাটি ২-০ গোলে এগিয়ে। এমন সময়ে সিনসিনাটির বক্সের বাঁ দিকে ফ্রি কিক পায় মায়ামি।
স্বাভাবিকভাবেই সেই ফ্রি কিক নিতে যান মেসি। অনেকেই হয়তো মনে করেছিলেন ওই পজিশন থেকে মেসি কিকটি সরাসরি গোলেই নেবেন। সেটা না করে মেসি বল ফেলেন বক্সে। আরও স্পষ্ট করে বললে লিওনার্দো কাম্পানার মাথায়। ভালো হেডে স্কোরলাইন ২-১ করেন তিনি। মায়ামির দ্বিতীয় গোলটি শেষ বাঁশি বাজার মিনিট দুয়েক আগের। ম্যাচ হেরে তাদের সামনে তখন ইউএস ওপেনের সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে পড়ার চোখ রাঙানি। এমন সময়ে বক্সের বাঁ দিক দিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে যান মেসি। ক্রস দেন বক্সের মধ্যে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা কাম্পানাকে। আবারও আরেকটি হেডে দলকে ২-২ গোলে সমতায় ফেরান কাম্পানা।

অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ম্যাচে দুই দলই একটি করে গোল পেলে ১২০ মিনিটের খেলা শেষ হয় ৩-৩ সমতায়। টাইব্রেকারে গড়ানো ম্যাচে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মেসির দল।
ম্যাচ শেষে মেসির ওই দুটি অ্যাসিস্ট নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন কোচ জেরার্দো মার্তিনো।
এর আগে মেসিকে বার্সেলোনা ও আর্জেন্টিনা দলে কোচিং করানো আর্জেন্টাইন কোচ বলেছেন, ‘সৌভাগ্যক্রমে মেসি একজন ফুটবলার আর প্রেরণাদায়ী নেতা হিসেবে আমাদের যা দিচ্ছে, সেটা অসাধারণ।’ মার্তিনো এরপর যোগ করেন, ‘ম্যাচের কঠিন পরিস্থিতিতেই শুধু নয়, প্রতিটি মুহূর্তের উত্তর তার কাছে আছে।’

পরীক্ষা দিতে বাংলাদেশে আসতে চান ইয়ান বেল

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশে তিনটি ওয়ানডে খেলতে আসবে নিউজিল্যান্ড। অক্টোবর-নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর সিলেটে শুরু হবে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। দুটি সফরের কোনোটিতেই থাকবেন না নিউজিল্যান্ডের প্রধান কোচ গ্যারি স্টিড। তাঁর জায়গায় এই সিরিজে প্রধান কোচের দায়িত্ব সামলাবেন লুক রনকি। এ ছাড়া সেপ্টেম্বরের ওয়ানডে সিরিজে নিউজিল্যান্ড দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে থাকবেন সাবেক ইংলিশ ব্যাটসম্যান ইয়ান বেল। আর টেস্ট সিরিজে স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে আসবেন পাকিস্তানের সাবেক স্পিনার সাকলায়েন মুশতাক। নতুন দায়িত্ব পাওয়া কোচদের মধ্যে বেল আজ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন।
বাংলাদেশ সফরে নিউজিল্যান্ড দলের ক্রিকেটাররা কেমন করতে পারেন, সে প্রসঙ্গে কথা বলেছেন সাবেক এই ইংলিশ ব্যাটসম্যান, ‘এখন অনেক তরুণ ক্রিকেটার উঠে আসছে। দ্য হানড্রেডে দেখুন, স্পিনিং উইকেটে সেঞ্চুরি করছে, এমন খেলোয়াড়ও পাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। বিশ্বমানের একাধিক খেলোয়াড় আছে দলে। বাংলাদেশের মাটিতে যে সিরিজটা আছে, সেটার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি। কারণ, ওই সময় নিউজিল্যান্ডের একাধিক খেলোয়াড় সম্পর্কে আরও কাছে থেকে ধারণা পাব।’ বাংলাদেশের কন্ডিশনে রান করতে হলে কী করতে হবে, তা কিউই ব্যাটসম্যানদের শেখাতে চান বেল। তাঁর কথা, ‘কোচ হিসেবে আমি জানি সিনিয়র খেলোয়াড়েরা কী করবে। কিন্তু তরুণদের এমন কন্ডিশনে কী করতে হবে, আমি তা দেখিয়ে দিতে চাই। এই ধরনের চ্যালেঞ্জের জন্য আমি উন্মুখ। বিশেষ করে তরুণদের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে আছি।’ বাংলাদেশের মাটিতে দুটি টেস্ট খেলেছেন বেল। ১৩০.৫০ গড়ে করেছেন ২৬১ রান। সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটি ১৩৮। একটি ওয়ানডে খেলে বাংলাদেশের মাটিতে মাত্র ৫ রান করেছেন বেল। বাংলাদেশে কোনো টি-টোয়েন্টি খেলেননি এই ইংলিশ ব্যাটসম্যান। বেল ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকেই কোচিং করাচ্ছেন। তিনি এখন দ্য হানড্রেড লিগের দল বার্মিংহাম ফিনিক্সের কোচের ভূমিকায় কাজ করছেন। এর আগে তিনি ডার্বিশায়ার কাউন্টি, হোবার্ট হারিকেনস, ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দল ও ইংল্যান্ড লায়ন্সের কোচ ছিলেন।

পারলেন না প্রজ্ঞানন্দ, দাবার বিশ্বকাপ কার্লসেনের

আজারবাইজান ঃ দুই রাউন্ডের ক্ল্যাসিক্যাল দাবার ফাইনাল। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে সেই দুই রাউন্ডের ম্যাচ ড্র করেন ম্যাগনাস কার্লসেন ও প্রজ্ঞানন্দ। একজন দাবার সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, আরেকজনের বয়স মাত্র ১৮ বছর।
টাইব্রেকারে গড়ানো ম্যাচ নিয়ে শুরু হয় তুমুল আলোচনা। সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কার্লসেনকে হারিয়ে কি বিশ্বকাপ জিততে পারবেন ১৮ বছরের প্রজ্ঞানন্দ আলোচনা চলছিল এ নিয়েই। টাইব্রেকারে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পারেননি ভারতীয় তরুণ।
টাইব্রেকারের প্রথম রাউন্ডে আজ দুটি র‍্যাপিড গেমের দুটিই জিতে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছেন কার্লসেন। র‍্যাপিড গেমে প্রতি খেলোয়াড় ২৫ মিনিট করে সময় পেয়েছেন ম্যাচ শেষ করতে। সঙ্গে প্রতিটি চালের জন্য ১০ সেকেন্ডের ইনক্রিমেন্ট পান তাঁরা। র‍্যাপিড দাবা শেষেও চ্যাম্পিয়নকে পাওয়া না গেলে দ্বিতীয় ধাপে গড়াত টাইব্রেকার রাউন্ড।

দ্বিতীয় রাউন্ডেও হতো দুটি র‍্যাপিড গেম। দ্বিতীয় রাউন্ডে ১০ মিনিট করে সময় পাওয়ার কথা ছিল প্রতিযোগীদের। সঙ্গে ১০ সেকেন্ডের ইনক্রিমেন্ট। এখানে সমতা থাকলে সাডেন ডেথে ব্লিৎজ গেম খেলতেন কার্লসেন ও প্রজ্ঞা। ব্লিৎজ দাবায় ৫ মিনিট করে সময় পেতেন তাঁরা। প্রতি চালের জন্য আরও ৩ সেকেন্ড করে সময় পান প্রতিযোগীরা। ব্লিৎজ গেমে যিনি প্রথম জিততেন, তাঁর হাতেই উঠত চ্যাম্পিয়নের ট্রফি। এত কিছুর অবশ্য দরকার হয়নি টাইব্রেকারের প্রথম রাউন্ডেই প্রজ্ঞা হেরে যাওয়ায়। প্রজ্ঞানন্দের সুযোগ ছিল বিশ্বনাথন আনন্দের পর প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। সেটা হতে না পারলেও তিনি ববি ফিশার ও কার্লসেনের পর তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে ক্যান্ডিডেট দাবায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। ক্যান্ডিডেট টুর্নামেন্টে তিনি চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডি লিরেনকে। কার্লসেন আগেই জানিয়ে দিয়েছেন এবারও ক্যান্ডিডেট টুর্নামেন্টে লড়ার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। ইয়ান নেপোমনিয়াচিচিকে হারিয়ে তাঁর ছেড়ে যাওয়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মুকুটই মাথায় তুলেছেন লিরেন।

এমএলএসে মায়ামির ম্যাচের টিকিটের দাম ২৫ লাখ টাকা

নিউইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) লিওনেল মেসির অভিষেক হবে বাংলাদেশ সময় রোববার সকালে, নিউইয়র্ক রেড বুলসের বিপক্ষে। নিউ জার্সির রেড বুল অ্যারেনায় হতে যাওয়া ম্যাচটি ঘিরে দর্শক আগ্রহ চূড়া ছুঁতে চলেছে। টিকিটের মূল্যবৃদ্ধি অন্তত এমনটাই বলছে।

ইন্টার মায়ামি-রেড বুলস ম্যাচের একটি টিকিটের দাম ২৩ হাজার ডলার ছাড়িয়েছে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৫ লাখ টাকার বেশি। তবে চড়া মূল্যে টিকিট কেটেও মেসির খেলা দেখা যাবে কি না, তা নিশ্চিত নয়। টানা খেলার মধ্যে থাকা আর্জেন্টাইন তারকাকে বিশ্রাম দেওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মেসি জুলাইয়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৮টি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। এর মধ্যে ৭টিই ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর ক্লাবগুলোকে নিয়ে আয়োজিত লিগস কাপে। একটি ম্যাচ খেলেছেন ইউএস ওপেন কাপে, যা দেশটির ক্লাব ফুটবলের মূল কাপ প্রতিযোগিতা।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ফুটবলের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা হচ্ছে এমএলএস। ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া ২০২৩ মৌসুম মাঝে এক মাস বিরতির পর গত সপ্তাহে আবার শুরু হয়েছে। ইন্টার মায়ামির লিগস কাপ ও ওপেন কাপ ব্যস্ততা ছিল বলে তারা খেলতে পারেনি। তাই সামনের এক সপ্তাহের মধ্যে এমএলএসে দলটিকে তিনটি ম্যাচ খেলতে হবে। যার প্রথমটি নিউইয়র্ক রেড বুলসের বিপক্ষে।

টিকিট বিক্রির ওয়েবসাইট গেম টাইম ডটসিওর তথ্য বলছে, মায়ামি-রেড বুলস ম্যাচটি দেখতে হলে সর্বনিম্ন ৩২৭ মার্কিন ডলার খরচ করতে হবে, যা মুদ্রায় ৩৫ হাজার টাকার বেশি। এর সঙ্গে কর যোগ হবে। টিকিটের দাম নির্ধারিত হয় আসনের অবস্থানের ওপর।

মায়ামি-রেড বুলস ম্যাচের সবচেয়ে দামি টিকিটের আসন রাখা হয়েছে মাঠের কর্নার ফ্ল্যাগের কাছাকাছি। এটির দাম ১৭ হাজার ৪৩৮ মার্কিন ডলার, সঙ্গে ৬ হাজার ডলার কর মিলে মোট খরচ পড়বে ২৩ হাজার মার্কিন ডলারের বেশি। যা মুদ্রায় ২৫ লাখ ৫০ হাজার টাকার কাছাকাছি। তবে এত দামে টিকিট কেনার পর দর্শকেরা মেসিকে ম্যাচের পুরো সময় খেলতে দেখতে পারবেন কি না, অনিশ্চিত। আজ সিনসিনাটিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ইন্টার মায়ামি ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালে ওঠার পর দলটির পরবর্তী চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলেন কোচ জেরার্দো মার্তিনো। সামনের ম্যাচগুলোতে মেসিসহ কিছু খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে ইঙ্গিত দিয়ে এই আর্জেন্টাইন কোচ বলেন, ‘গত ৪৫-৫০ দিনে আমরা প্রচুর ম্যাচ খেলেছি। লিও এবং আরও অনেক খেলোয়াড় শারীরিক সীমাবদ্ধতার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আজ হতে আমরা মূল্যায়ন করা শুরু করব, কীভাবে সামনের তিনটি ম্যাচ মোকাবিলা করা যায়।’ মেসি মায়ামিতে প্রথম ম্যাচ খেলেন ২১ জুলাই। সব মিলিয়ে ৩৩ দিনে ৮টি ম্যাচ খেলেছেন, যার ৩টি টাইব্রেকারে গড়ায়। মায়ামির পরবর্তী তিন ম্যাচের প্রতিপক্ষ রেড বুলস, ন্যাশভিল ও লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি।

‘প্রতি রাতে আমাকে ১০ জন পুরুষের সাথে শুতে হতো’

গুজরাট (ওয়েবডেস্ক)ঃ একবার আমার খালা ভারত থেকে ঈদের সময় আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। সে আমার মাকে বলে যে, আমাকে ভারতে নিয়ে গিয়ে একটা চাকরি দেবে। আমাদের সংসারে আর অভাব থাকবে না। কিন্তু আমাকে সেখানে নিয়ে বিক্রি করে দেয়া হয়। প্রতিদিন দশ জন লোক আমার দেহ আঁচড়ে খেয়েছে।

এই কথাগুলো বলছিল বাংলাদেশ থেকে ভারতের গুজরাটে আসা এক অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে। কাজ এবং উপার্জনের আশায় অবৈধ পথে এই মেয়েটি ভারতে এসেছিল। সম্প্রতি তাকে গুজরাট থেকে আবার বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। সে অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কারণে তার পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। এর পরিবর্তে ছদ্মনাম হিসেবে এখানে সালমা নামটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

সালমার সাথে কথা বলার সময় বোঝা যাচ্ছিল যে, অনেক কম বয়সে খুব তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে।

বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার আগে সালমা দুবছর ছিল ‘জাগরুত মহিলা সংস্থা’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে। এরা তাকে চিকিৎসা এবং কাউন্সেলিং সেবা দিয়ে নতুন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। এরাই সালমাকে বাংলাদেশে তার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে।

সালমা গুজরাট ছেড়ে বাংলাদেশে ফিরে গেছে, কিন্তু এই বয়সেই যে শারীরিক ও মানসিক ক্ষত তৈরি হয়েছে, সেটি হয়তো তার বাকি জীবনেও পূরণ হওয়ার নয়। ঘরে ফিরে যাবার আগে যে গল্প সে বলেছে, তা ছিল খুবই হৃদয় বিদারক।

’জাগরুত মহিলা সংস্থার প্রেসিডেন্ট আশাভান দালাল জানান, পুলিশ প্রায় আড়াই বছর আগে সালমাকে তার অফিসে নিয়ে আসে। পুলিশ সালমাকে স্থানীয় একটি বাসস্ট্যান্ডের কাছে খুবই বিচলিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। আশাভান বলেন, সে যখন আমার অফিসে আসে, তখন সে চুপচাপ হয়ে একটা কোণে বসে থাকতো। আমরা চিকিৎসা করি। ধীরে ধীরে সে কথা বলতে শুরু করে। সে যখন নিজের সম্পর্কে বলা শুরু করে তখন আমরাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

সালমার গল্প শুরু হয় বাংলাদেশে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করার কারণে, ভারতে নিয়ে এসে সালমাকে তার এক আত্মীয় পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করে, যাকে সে খালা বলে ডাকতো।

সালমা বলে, ‘আমার খালা ঈদে আমাদের বাড়িতে এসে আমার মাকে অনেক কিছু উপহার দেয়। আমি আর আমার মা খুব খুশি ছিলাম। সে আমার মাকে বলে যে, আমি যদি তার সাথে ভারতে যাই, তাহলে সেখানে আমি চাকরি পাবো।’

খালা তখন বলেছিল যে, ভারতে সেও অনেক টাকা আয় করে। সে আমার মাকে বলেছিল যে, এখানে মানুষ অন্যের বাসায় কাজ করেও অনেক টাকা আয় করতে পারে। আমরা মনে করেছিলাম যে, চাকরি পেলে আমাদের অভাব দূর হবে। আর আমরা সেটাই করলাম। তখন সালমার বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। তার খালা তাকে অবৈধভাবে ভারতে নিয়ে যায়। সালমা বলে যে, ভারতে প্রবেশ করার সাথে সাথে তার খালার আচরণ বদলে যায়।

সালমা বলে যে ভারতে পৌঁছানোর পর তার খালা বলে, তোমার পাসপোর্ট নেই। তুমি এখানে অবৈধভাবে এসেছ। আমি যেখানে কাজ দিবো, তোমাকে সেখানেই যেতে হবে, তা না হলে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরবে।

সালমা হিন্দি জানতো না। কিন্তু সে কোন না কোন ভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, সে সমস্যায় পড়তে যাচ্ছে। সালমা বলে, একদিন আমার খালা আমাকে একটি হোটেলে নিয়ে যায়। সেখানে সে আমাকে একজন লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমি জানি না তাদের মধ্যে কী কথা হয়, কিন্তু খালা বলে যে, ভারতে থাকতে হলে তাকে আমার টাকা দিতে হবে।

সালমা তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে, সে কিভাবে তার মায়ের কাছে টাকা পাঠাবে যদি সে বেতন না পায়।

সেখান থেকেই সালমার সমস্যার শুরু। সে খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পারে যে তাকে বিক্রি করা হয়েছে। এরপর প্রতি রাতেই হতো তার নিজের বিকিকিনি।

সেই সব ভয়ংকর দিনগুলোর কথা মনে করে সালমা বলেন, প্রতি রাতে তারা আমার দেহ আঁচড়ে খেয়েছে। অনেক সময় আমাকে ১০ জনের সাথে শুতে হতো, কখনো কখনো ১৮ জনের সাথেও থাকতে হয়েছে।

এর বিনিময়ে আমি যা পেয়েছি তা হলো খাবার আর ঘুমানোর জায়গা। অনেক সময় খদ্দেররা বকশিস দিতো, আর সেটাই ছিল আমার একমাত্র উপার্জন।

সে বলে, নিয়োগকর্তা আমাকে বলতো যে, সে আমার টাকা আমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতো।

কিন্তু পরে সালমা জানতে পারে যে, তার মা কোন টাকা পায়নি।

দেহ ব্যবসাটা অনেক সময় ফাঁদ এর মতো। সে সেখান থেকে পালাতে চাইতো, আবার পুলিশের কাছে ধরা পড়ারও ভয় ছিল।

কিন্তু একদিন সালমা যে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল সেটি পেয়ে যায়।

সে বলে, একদিন হোটেলে কোন খদ্দের আসেনি। এই সুযোগে আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে যাই এবং পালিয়ে একটি বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে পৌঁছাই।

হঠাৎ সে পুলিশদের দেখতে পায়। সে বলে, পুলিশের চোখ এড়াতে আমি লুকিয়ে পড়ি, কিন্তু আশেপাশের লোকজন মনে করে যে আমি চোর এবং তারাই আমাকে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

সালমাকে যখন পুলিশ ধরে তখন সে তার নাম বলেনি। কিন্তু তার অবস্থা দেখে পুলিশ তাকে মহিলা আশ্রমে নিয়ে যায়।

অনেক নিপীড়িত নারী ওই প্রতিষ্ঠানটিতে বাস করতো যেখানে তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা হতো।

এই প্রতিষ্ঠানে আসার পর নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে সালমা বলে, এখানে এসে মনে হচ্ছে আমি বাড়িতে এসেছি, কিন্তু এখনো আমি পুলিশকে ভয় পাই। এখানকার ভাল ব্যবস্থাপনা দেখে, আমি ধীরে ধীরে তাদের আমার বিষয়ে, আমার যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার বিষয়ে বলতে শুরু করি। আমি তাদের এটাও বলেছি যে, আমি বোকা নই, আমি পুলিশের ভয়ে কিছু বলিনি।

এই সংস্থার সংগঠক সালমাকে তার অন্ধকার জীবনে আলো দেখানোর চেষ্টা করছেন। এখানে তাকে একজন মনোবিজ্ঞানীর মাধ্যমে কাউন্সেলিং ও চিকিৎসা দেয়া হয়।

সালমার আসল অবস্থা জানার পর আমরা পুলিশকে জানিয়েছে, সরকারকে জানিয়েছে, বাংলাদেশের দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং তাকে তার বাড়িতে পাঠানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, বলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান আশাভান।

তাদের সহায়তায় আমরা তার মায়ের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছি। তার মাকে মেয়ের এই দুরবস্থার কথা জানানো হয়েছে। সে তার জীবনে প্রথমবারের মতো পাসপোর্ট তৈরি করে তার মেয়ের সাথে দেখা করতে আসছে।

সালমা দুই বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছে যেখানে সে এমব্রয়ডারি, সেলাই এবং কৃত্রিম গয়না তৈরি করতে শিখেছে।

সালমা তার তৈরি করা পণ্য বিক্রি করে দুই লাখ টাকা আয় করেছে। সালমা যখন তার মায়ের সাথে বাংলাদেশে ফিরে যায়, এই প্রতিষ্ঠানটি তার আয় করা দুই লাখ রুপি তাকে দিয়ে দিয়েছে।

এদিকে, সালমার খালাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

এখন সালমা বাড়ি ফিরেছে। গুজরাটে তার তিক্ত স্মৃতিগুলো ভালোবাসা আর আদরে অনেকটাই ঝাপসা হয়ে আসতে শুরু করেছে।

রোহিঙ্গাদের পরীক্ষামূলক প্রত্যাবাসনে বাধা দেওয়া উচিত নয় : পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বলেছেন, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের পরীক্ষামূলক প্রত্যাবাসনে কারও বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। এই ধরনের পরীক্ষামূলক প্রত্যাবাসন বড় আকারে প্রত্যাবাসনের আগে সমস্যাগুলো বুঝতে সহায়তা করবে।

বুধবার (২৩ অগাস্ট) তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বড় ধরনের প্রত্যাবাসনের আগে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার জন্যই এই পরীক্ষামূলক প্রত্যাবাসন। নিয়মিত প্রত্যাবাসনের আগে আরও ভালোভাবে পরিকল্পনার করার জন্য এবং সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে এই প্রত্যাবাসন সহায়তা করবে। এতে কারও বাধার সৃষ্টি করা উচিত হবে না। শাহরিয়ার আলম বলেন, রোহিঙ্গারা বলেনি তারা ফিরতে চায় না বরং যখনই কোনো বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তি ক্যাম্পে তাদের সঙ্গে দেখা করতেন তারা সবসময়ই তাদের দেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তিনি অবশ্য বলেন, যদিও এটি পরীক্ষামূলক প্রত্যাবাসন, সরকার সর্বদা একটি ‘মর্যাদাপূর্ণ ও স্বেচ্ছায়’ প্রত্যাবর্তনের জন্য তার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখবে।

এক প্রশ্নের জবাবে শাহরিয়ার আলম বলেন, অবশ্যই ঝুঁকি আছে এবং ক্যাম্পে বন্দুক হামলা ও মাদক পাচারের ঘটনা বেড়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে। শাহরিয়ার আলম বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে ক্ষুণ্ণ না করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কীভাবে ভাসানচরে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে ক্ষুণ্ন করার জন্য সেটিকে একটি ভাসমান দ্বীপ বলে বর্ণনা করেছিল তা উল্লেখ করেন।

শাহরিয়ার আলম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছেন। যতদিন তারা বাংলাদেশে থাকবে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকব।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট মিয়ানমারের সেনাবাহিনী উত্তর রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অভিযান শুরু করে। যা ছিল আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে গুরুতর অপরাধ। তখন সেনাবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। এর ফলে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের আগমনের ৬ বছর পর সরকার তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। যদিও কিছু দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশে তাদের একীভূত হওয়ার করার জন্য জোর দিচ্ছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রাখাইন রাজ্যে ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট ব্যাপক নৃশংস অভিযান শুরু করার ছয় বছর পর বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের নিরাপদে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম রয়েছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং রোহিঙ্গা গণহত্যার জন্য মিয়ানমারের জেনারেলদের জবাবদিহি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর বাংলাদেশে ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাদের জন্য সমাধান খুঁজতে মানবিক সহায়তা ও রাজনৈতিক সমর্থন বজায় রাখতে আর্থিক সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নতুন করে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

ইউএনএইচসিআর বলেছে, মিয়ানমারে একটি মর্যাদাপূর্ণ এবং টেকসই প্রত্যাবর্তন এই সংকটের প্রাথমিক সমাধান হিসেবে রয়ে গেছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে ফিরে যেতে চায়, যদি সেটি তাদের জন্য নিরাপদ হয়।

টুকরো খবর

ট্রানজিট ভিসায় ওমরাহ করতে পারবেন বাংলাদেশিরা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ সফররত সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রী ড. তৌফিক বিন ফাউজান আল রাবিয়াহ জানিয়েছেন, বিদেশগামী বাংলাদেশিরা এখন থেকে ট্রানজিট ভিসা নিয়ে সৌদি আরবে ওমরাহ করতে পারবেন। বুধবার (২৩ অগাস্ট) দুপুরে রাজধানীর সচিবালয়ে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সভা শেষে তিনি এ কথা জানান। এ সময় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান বলেন, ট্রানজিটে গিয়েও বাংলাদেশিরা সৌদি আরবে হজ করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, শুধু সৌদি এয়ারলাইনস ও ফ্লাইনাস এয়ারলাইনসের যাত্রীরা এ সুবিধা পাবেন। ট্রানজিট ভিসার মেয়াদ হবে ৪ দিন। তিনি বলেন, এ ছাড়া ওমরাহ ভিসার মেয়াদ ১ মাস থেকে বাড়িয়ে ৩ মাস করা হয়েছে। এ ভিসায় গিয়েও দেশটিতে ঘুরতে পারবেন বাংলাদেশি যাত্রীরা। ফরিদুল হক খান আরও বলেন, বাংলাদেশের হজ কোটা বাড়ানো এবং হজ খরচ কমানো বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

বাংলাদেশে বিনিযোগের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এবং সম্পূর্ণ উন্নত স্মার্ট দেশে পরিণত হতে চায় উল্লেখ করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে বিনিযোগের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই আপনারা আমাদের উন্নয়নের যাত্রায় যোগ দিন। বাংলাদেশে বিনিযোগ করুন। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আপনার বিনিযোগ সফল হবে এবং আমরা দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারত্বের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। বুধবার (২৩ অগাস্ট) দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গের রেডিসন ব্লু হোটেল অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং বাংলাদেশ বিনিযোগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস সামিটে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, আমার একটি স্বপ্ন আছে। বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষের একটি স্বপ্ন আছে। আর তা হলো ২০৪১ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এবং একটি সম্পূর্ণ উন্নত স্মার্ট জাতিতে পরিণত হওয়া। শেখ হাসিনা দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্যোক্তাদের আশ্বস্ত করে বলেন, ধারাবাহিকভাবে উচ্চ আয়ের কারণে বাংলাদেশে বিনিযোগ নিরাপদ। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, বাংলাদেশ বৈশ্বিক বিনিযোগকারীদের জন্য নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে সবচেয়ে উন্মুক্ত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিযোগ নীতি রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে একটি উদার শিল্প নীতি, ওয়ান স্টপ সার্ভিস, শতভাগ বৈদেশিক মালিকানার জন্য ভাতা, একটি সহজ প্রস্থান নীতি, ১৫ বছরের কর অব্যাহতি, আমদানি করা যন্ত্রপাতির জন্য ভ্যাট অব্যাহতি ও সুশৃঙ্খল সেবাসহ আরও অনেক কিছু। তিনি বলেন, আমরা বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিনিযোগকারীদের বাংলাদেশে বিনিযোগের অসংখ্য সম্ভাবনা অনুসন্ধানের জন্য স্বাগত জানাই। বাংলাদেশ কী দিচ্ছে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। বাংলাদেশকে আরও ভালোভাবে জানার এবং ভবিষ্যতে বিনিযোগের এখনই সময়। শেখ হাসিনা বলেন, গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অভিন্ন মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক বন্ধন এবং অভিন্ন বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য সংযোগের মাধ্যমে এই বন্ধন আরও জোরদার হয়েছে। উভয় দেশের উন্নয়নের পথ একই রকম, যা সহযোগিতা ও প্রবৃদ্ধিকে সম্ভব করে তোলে। তিনি বলেন, উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গত বছর বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩১ কোটি ৬৮ লাখ ৩০ হাজার (ইউএস) ডলার। এতে বোঝা যায়, দুই দেশের আমদানি-রপ্তানি সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশাব্যাঞ্জক সুযোগ রয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বাণিজ্য সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করে দুই দেশের জন্য সহযোগিতার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় প্রক্রিয়ার বাইরে, আমরা বাণিজ্য ও বিনিযোগ সম্পর্কিত যৌথ কমিটি’ প্রতিষ্ঠা এবং ’দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আইসিটি, ইলেকট্রনিকস, অবকাঠামো, টেক্সটাইল, পর্যটন, ভারী শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের মতো বিভিন্ন খাতে সুযোগ দেয়। শেখ হাসিনা আরও বলেন, আমাদের সরকার সুষ্ঠু ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার সম্ভাব্য বিনিযোগকারীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিনিযোগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মতো সংস্থাগুলো বিদেশি বিনিযোগকারীদের সর্বোত্তম রিটার্নের জন্য সহায়তা করে। শেখ হাসিনা বলেন, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি হিসেবে বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য প্রস্তুত। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, এআই ও ভেঞ্চার ক্যাপিটালের মধ্যে, বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী ফাইন্যান্সিয়াল কানেকটিভিটি অনুসরণ করছে। প্রচলিত ভোক্তা ব্যাংকিংয়ের চেয়ে বিনিযোগ ব্যাংকিংকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রযোজনীয় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য পুঁজিবাজারকে উন্নীত করছে। ২০২০ সালে, শেয়ার বাজারগুলো ৬১ বিলিয়ন (ইউএস) ডলার বা জিডিপির ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ নিয়ে আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছাড়িয়ে গেছে। শেখ হাসিনা বলেন, আর্থিক অগ্রগতির জন্য আমরা আমাদের বন্ড বাজার সম্প্রসারণ করেছি। একই সঙ্গে, সুকুক, গ্রিন বন্ড, ইটিএফ, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, প্রাইভেট ইক্যুইটি ও ইমপ্যাক্ট ফান্ড চালু করেছি। শিগগিরই, আমরা আমাদের পুঁজিবাজারে মৌলিক নয় এমন পণ্য অন্তর্ভুক্ত করতে যাচ্ছি, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিনিযোগের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করবে। কোনো ধরনের অনুমোদন ছাড়াই মূলধন ও রিটার্ন ফেরতের সুবিধা বাড়ানোর মাধ্যমে পোর্টফোলিও বিনিযোগও ত্রুটিহীন করা হয়েছে। তিনি বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশি জনগোষ্ঠী একটি শক্তিশালী ভিত্তি গঠন করেছে। আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য প্রবাসীদের ধন্যবাদ। আমরা আমাদের প্রবৃদ্ধিতে আরও বেশি বিনিযোগের আহ্বান জানাচ্ছি। শেখ হাসিনা বলেন, ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং সাউথ আফ্রিকান চেম্বারের মধ্যে একটি যৌথ ব্যবসায়িক ফোরাম গঠনেরও পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শক্তিশালী বেসরকারি খাত দেশের অর্থনীতিতে যারা বিনিযোগ করবে তাদের জন্য ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা দেবে। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পথে আমরা পূর্ণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি। দেশের জনগণকে শক্তির হৃদয় আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, প্রযোজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন প্রায় সাড়ে ৫ কোটি তরুণ সামনের কাজটি সম্পন্ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শেখ হাসিনা বলেন, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উভয় পর্যায়ে যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের অবস্থান আরও উন্নত হয়েছে। উপরন্তু, ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ বাজার এবং ক্রমবর্ধমান ভোক্তা শ্রেণি এই জনতাত্ত্বিক সুবিধাকে আরও শক্তিশালী করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, গত এক দশকে বাংলাদেশ আফ্রিকার অব্যবহৃত বাজারের দিকে মনোনিবেশ করেছে। বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নেতারা উভয়ই আফ্রিকার অর্থনীতির সম্ভাবনা ও শক্তিশালী বাণিজ্য সম্পর্কের সুবিধাগুলো স্বীকার করেন। শেখ হাসিনা বলেন, ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং ক্রমবর্ধমান ভোক্তা চাহিদার কারণে আফ্রিকা বাংলাদেশের রপ্তানির জন্য একটি আকর্ষণীয় বাজারে পরিণত হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে এবং ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক উন্মোচনের পথ প্রশস্ত করতে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ‘লুক আফ্রিকা’ নীতি গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, একই সঙ্গে বাংলাদেশ আফ্রিকার দেশগুলো থেকে প্রযোজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল সংগ্রহের পথ অনুসন্ধান করছে। এই ক্যাটাগরিতে খনিজ, পেট্রোলিয়াম পণ্য, তুলা, কৃষিপণ্য এবং আরও অনেক কিছু বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পের জন্য প্রযোজনীয় কাঁচামাল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি শুক্রবার ৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
25:08:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

বাংলাদেশকে ৫০ মিলিয়ন ডলার শোধ, শ্রীলংকা কীভাবে দেড় বছরে ঘুরে দাঁড়ালো

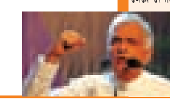

ঢাকা ঃ কারেন্সি সোয়াপ পদ্ধতির আওতায় ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বাংলাদেশের কাছ থেকে এক বছর মেয়াদের জন্য ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছিলো শ্রীলংকা। চার কিস্তিতে নেয়া সে ঋণের ৫০ মিলিয়ন ডলার চলতি সপ্তাহে বাংলাদেশকে ফেরত দিয়েছে দেশটি। এবং এ মাসের শেষ নাগাদ আরও ৫০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করার কথা রয়েছে। অথচ মাত্র দেড় বছর আগেই ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে প্রায় দেউলিয়া হবার জেরে দেশটিতে ব্যাপক রাজনৈতিক সহিংসতা হয়েছিলো, যার পরিণতিতে শ্রীলংকার সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়েছিলো। দেশ ছাড়তে হয়েছিলো দেশটির তৎকালীন রাষ্ট্রপতি গোটাভায়া রাজাপাকশাকেও। বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত হয়ে সেসময় এমন অবস্থা হয়েছিলো যে দেশটি আর আমদানি ব্যয় মেটাতে পারছিলো না। এর জের ধরে খাদ্য, ঔষধসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিলো। তেলের স্টেশনে দীর্ঘ লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিলো মানুষকে। সে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে দেশটি এবং জমে উঠতে শুরু করেছে শ্রীলংকার অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি পর্যটন খাত এবং জ্যামিতিক হারে বাড়ছে দেশটির রেমিট্যান্স।

ব্রিকসে যোগ দিতে ছয় দেশকে আমন্ত্রণ, ডাক পায়নি বাংলাদেশ

জোহানেসবার্গ (এজেন্সী) ঃ সৌদি আরব, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, আর্জেন্টিনা, মিশর এবং ইথিওপিয়াকে নতুন সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ব্রিকস জোটে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ব্রিকস সম্মেলনের শেষ দিনে ছয়টি দেশকে ব্রিকসের পূর্ণ সদস্য হিসেবে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় বলে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, নতুন দেশগুলোর সদস্যপদ ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম সিএনএন এর প্রতিবেদনে মি. রামাফোসাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, আমরা আর্জেন্টিনা রিপাবলিক, আরব প্রজাতন্ত্র মিশর, গণপ্রজাতন্ত্রী ইথিওপিয়া, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ব্রিকসের পূর্ণ সদস্যপদের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

এর আগে ২২শে অগাস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ব্রিকসের সম্মেলন শুরু হয়।

এদিকে এ বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একটি টুইট করেছেন।

টুইটে তিনি লিখেছেন, ব্রিকসের ১৫তম বার্ষিকীতে আমরা এই ফোরামকে সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভারত বরাবরই এই সম্প্রসারণকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে এসেছে। এ ধরণের সম্প্রসারণ ব্রিকসকে আরো শক্তিশালী এবং কার্যকর করবে।

সেই জায়গা থেকে ভারত আর্জেন্টিনা, মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ব্রিকস পরিবারে স্বাগত জানাচ্ছে।

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এক ভিডিও বার্তায় নতুন দেশগুলোকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন যে, এই জোটের বৈশ্বিক প্রভাব এখন আরো বাড়বে।

আমি নতুন সদস্যদের শুভেচ্ছা জানাতে চাই যারা আগামী বছর থেকে পূর্ণ মাত্রায় কাজ করা শুরু করবে, বলেন তিনি।

মি. পুতিন আরো বলেছেন যে, ব্রিকসভূক্ত দেশগুলোর জন্য একটি একক মুদ্রা চালুর বিষয়টি কঠিন প্রশ্ন।

তবে এ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আমরা সামনে এগিয়ে যাবো বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী নালেডি প্যানডরের উদ্ধৃতি দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্রিকস নেতারা নতুন সদস্য যুক্ত করার বিষয়ে একমত হয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কর্মকর্তারা জানান, এ পর্যন্ত ৪০টিরও বেশি দেশ এই জোটে যোগ দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে ২২টি দেশ যুক্ত হওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করেছে। বাংলাদেশও এই জোটে যোগ দিতে পারে বলে এর আগে আভাস পাওয়া গেলেও নতুন ছয়টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম নেই।

ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে অগাস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা যান। এ বছর জুনের মাঝামাঝি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন বলেছিলেন, অগাস্টে বাংলাদেশ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট ব্রিকসের সদস্য পদ লাভ করতে পারে।

সেসময় তিনি বলেছিলেন, ব্রিকস ব্যাংক সম্প্রতি বাংলাদেশকে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ব্যাংকে আমাদের সদস্য করেছে। আগামীতে তারা ব্রিকসে বাংলাদেশকে সদস্য করবে, আগস্ট মাসে ওদের সম্মেলন আছে। প্রধানমন্ত্রী ইনশাল্লাহ সেখানে যাবেন।''

তবে সর্বশেষ নতুন সদস্য দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত না হওয়া নিয়ে এখনো কোন আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি বাংলাদেশ।

ব্রিকস হল উদীয়মান অর্থনীতির পাঁচটি দেশ ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং সাউথ আফ্রিকার প্রথম অক্ষরের সমন্বয়ে নামকরণ করা একটি জোট। সবশেষ ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা অন্তর্ভুক্ত হবার পূর্বে এই সঙ্ঘটি ব্রিক নামে পরিচিত ছিল। ভারতের গবেষণা প্রতিষ্ঠা অবজারভার ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যা, আয়তন এবং অর্থনৈতিক আকারের দিক থেকে ব্রিকস জোট বর্তমান বিশ্বের একটি বড় শক্তি। ২০১৪ সালের হিসেবে, ব্রিকসের পাঁচটি সদস্য দেশে প্রায় ৩২০ কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ।

এই পাঁচ দেশ পৃথিবীর ২৫ শতাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে এবং বৈশ্বিক জিডিপি'র প্রায় ২৫ শতাংশও এ দেশগুলোর।

এমনকি বর্তমানে ব্রিকস সম্মিলিতভাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ৪৩ শতাংশ (আট ট্রিলিয়ন ডলার) নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্বের যত পণ্যসেবা উৎপাদন হয় তার ২১ শতাংশ আসে এই পাঁচটি দেশ থেকে।

ব্রিকসের সদস্য দেশগুলো বেশ আগে থেকেই নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেন, ব্রিকস মুদ্রা প্রবর্তন এবং নিজস্ব রিজার্ভের কথা বলে আসছে।

এটি কার্যকর হলে ব্রিকস দেশগুলো তাদের নিজেদের মুদ্রায় ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে। এতে ডলারে নির্ভরতা কমবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদেরা।

তবে এই জোটে যোগ দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে জোটভুক্ত কিছু দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ততটা মসৃণ না।

ভারতের কেরলে ক্ষমতাসীন সিপিএম ও ইন্ডিয়া জোটসঙ্গী কংগ্রেসের নেতার বিরুদ্ধে কেন্দ্রের ইডির তদন্ত শুরু

কেরল (এজেন্সী) ঃ ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কেরলে একই সময় সিপিএম এবং কংগ্রেস, দুই শিবিরেই হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তল্লাশি শুরু হয়েছে মঙ্গলবার ২২ অগাস্ট, বুধবার ২৩ অগাস্টও তা অব্যাহত ছিল।

সিপিএমের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী এসি মৈদিনের বিরুদ্ধে ইডি একটি সমবায়ে একশো কোটি টাকা নয়ছয় এবং বেআইনি লেনদেনের অভিযোগে এফআইআর করেছে। সেই সমবায়ের একাধিক অফিস এবং বিধায়কের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা।

অন্যদিকে, কেরল প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি কে সুধাকরণকে মঙ্গলবার থেকে জেরা করে চলেছেন ইডির গোয়েন্দারা। তার বিরুদ্ধে প্রত্নসামগ্রী বিক্রির ডিলে যুক্ত থেকে অর্থ উপার্জন ছাড়াও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ব্যবসা পাইয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগ এনেছে ইডি।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের হানাদারির প্রতিবাদে বুধবারও পথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাম-কংগ্রেস। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন ইন্ডিয়া জোটের শরিক বাম-কংগ্রেস নেতারা ইডি হানার মোকাবিলায় যৌথ আন্দোলন কেন করছেন না, তার সরাসরি জবাব দেননি কোনও শিবিরের নেতারাই।

তবে একান্তে দুই শিবিরই জানিয়েছে, যৌথ আন্দোলনের প্রশ্ন নেই। ইন্ডিয়া জোটে থাকলেও কেরলে বাম-কংগ্রেসের মধ্যে লড়াই হবে। সিপিএম এই ব্যাপারে আগেই তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে। ৩১ আগস্ট-১ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া জোটের পরবর্তী বৈঠকে আসন বাটোয়ারা নিয়ে আলোচনায় দুই দলই এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেবে।

সিপিএমের প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়ি ও অফিসে ইডি হানা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই বিস্মিত। বর্তমান সমবায় মন্ত্রী ভিএন বাসবন বিধানসভায় বিবৃতি দিয়ে জানান ত্রিশূরের কারুভায়ু সার্ভিস কো-অপারেটিভে ১০৪ কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগ অডিটে ধরা পড়েছে। বিধানসভাতেই কংগ্রেস দাবি করে অনিয়মের অঙ্ক ৩০০ কোটি। এরপরই বিজেপি তদন্তের দাবি তোলে। ইডি বিধানসভায় মন্ত্রীর বিবৃতিটিকে হাতিয়ার করে তদন্তে নেমে পড়ে।

রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কে সুধাকরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। ইডির বক্তব্য, প্রত্নসামগ্রী বিক্রেতা একটি প্রতিষ্ঠানের বিপুল টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আটকে আছে। সেই টাকা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সুধাকরণের উপস্থিতিতে তার পরিচিত একজন ওই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ২৫ লাখ টাকা নেয়। সেই টাকা পরে সুধাকরণের অ্যাকাউন্টে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্রে বিগত সাড়ে নয় বছর ধরে বিজেপি সরকার ক্ষমতায়। কেরলের রাজ্য রাজনীতিতে প্রশ্ন উঠেছে, কংগ্রেস নেতা যদি টাকা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন তা হলে তাকে ভরসা যুগিয়েছলেন কি বা তিনি বিজেপির কোনও প্রভাবশালী নেতামন্ত্রী কি না।

অধ্যাপকের গবেষণাপত্রে ভোটে বিজেপির কারচুপি করে জয়ের দাবি, ভারতের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হানা

হরিয়ানা (এজেন্সী) ঃ ভারতের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে এই মুহূর্তে অন্যতম হরিয়ানার অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়। এবার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর নজরে এই বিশ্ববিদ্যালয়। দু'বার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা বিনা নোটিসে হরিয়ানার এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে হানা দিয়েছে। গোয়েন্দারা অধ্যাপক সব্যসাচী দাস এবং পুলাপ্রে বালাকৃষ্ণণকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান। যদিও দু'জনই ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। অধ্যাপক দাসের সদ্য প্রকাশিত গবেষণাপত্র নিয়ে দেশ জুড়ে ইতিমধ্যেই তোলপাড় শুরু হয়েছে। অর্থনীতির এই অধ্যাপক তার গবেষণাপত্রে দাবি করেছেন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বহু আসনে বিজেপি কারচুপি করে জিতেছে। বিশেষ করে অল্প ভোটের ব্যবধানে জয়ী আসনগুলির ফলাফল সন্দেহজনক বলে তার দাবি। ঘটনাক্রম অনুযায়ী দেখলে, এই গবেষণাপত্র প্রকাশের পর থেকেই নানা মহলের চাপের মুখে পড়েন অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে না বললেও মৌখিক পরামর্শ দেয় বিতর্ক এড়াতে তিনি যেন প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যান। চাপের মুখে চাকরি ছাড়েন ওই অধ্যাপক। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য, অধ্যাপক দাস ছুটিতে গিয়েছেন। তিনি পুণেতে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অস্থির পরিস্থিতির প্রতিবাদে চাকরি ছাড়েন পুলাপ্রে বালাকৃষ্ণণ। দুই শিক্ষকের চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত গোপন নেই। তারপরও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা প্রথমে ওই অধ্যাপকদের খোঁজ করেন। তাদের না পেয়ে গোয়েন্দারা অর্থনীতি বিভাগের অন্য অধ্যাপকদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান। কিন্তু অনুমতি মেলেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে বলা হয়, কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হলে লিখিতভাবে তা জানাতে হবে। একাধিক সংবাদমাধ্যমে গোয়েন্দা হানার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের শিক্ষামহলে শোরগোল শুরু হয়। চাকরি ছাড়ার পর অধ্যাপক পুলাপ্রে জানান, অধ্যাপক দাসের গবেষণাপত্রের ভালমন্দ নিয়ে তার কোনও অভিমত নেই। তিনি চাকরি ছেড়েছেন, কারণ ওই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাচর্চার মুক্ত পরিবেশ নেই। বিরোধীদের অভিযোগ, অধ্যাপক দাসের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর বেসরকারি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনিয়োগকারীদের ক্ষমতাশালী মহল থেকে চাপ দেওয়া হয়েছে। তার জেরেই দুই অধ্যাপককে চাকরি ছাড়তে হয়েছে। আর কোনও অধ্যাপক যাতে একই পথে না হাঁটেন সে জন্যই গোয়েন্দা পাঠিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য সরকারিভাবে গোয়েন্দা হানা নিয়ে মুখ খোলেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমক রায়চৌধুরী এই ব্যাপারে নীরব। মুখ খোলেননি অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অশ্বিনী দেশপান্ডেও।

সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষমতাসীন দলের কার্যালয়ে হামলা, অর্থনীতি নিয়ে বিক্ষোভ তীব্রতর হচ্ছে

সিরিয়া (এজেন্সী) ঃ যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার একটি প্রদেশে তীব্র অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংকটে দেশটির সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তীব্রতর হয়েছে। ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা বুধবার দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশে ক্ষমতাসীন বাথ পার্টির স্থানীয় কার্যালয়ে হামলা চালায়।

বিরোধী সক্রিয়বাদীরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে শুরু হওয়া সরকারবিরোধী সমাবেশে বিক্ষোভকারীরা দ্রুজ সংখ্যাগরিষ্ঠ সুইদা প্রদেশের সঙ্গে রাজধানী দামেস্কের সংযোগকারী একটি মহাসড়কও আংশিক ভাবে অবরুদ্ধ করে রাখে।

গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ সরকারি খাতের মজুরি ও পেনশন দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর জীবনযাত্রার অবস্থার অবনতি এবং মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় এই বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়।

সরকারের শক্ত ঘাঁটি ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল, রাজধানী দামেস্ক এবং আলেপ্পো ও হোমসসহ বৃহত্তম শহরগুলোতে এখনও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েনি।

তবে জর্ডানের সীমান্তবর্তী দারা প্রদেশেও এসব ঘটনা ঘটে। ২০১৮ সালে সরকারী বাহিনী এটি পুনরুদ্ধার করার পর থেকে এই অঞ্চলের অর্থনীতির অবনতি হয়েছে এবং অপরাধ বেড়েছে।

সিরিয়ার সরকার এই বিক্ষোভে সাড়া দেয়নি।

যুদ্ধাপরাধ ও অবৈধ মাদক ব্যবসার সঙ্গে সরকারের সম্পৃক্ততার অভিযোগে বছরের পর বছর ধরে সংঘাত, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা এবং পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে দেশটির অর্থনীতি লড়াই করছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, দেশটির প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে।

সুইদা প্রদেশ, দেশটির দ্রুজ সংখ্যালঘুদের আবাসস্থল। গত ১৩ বছর ধরে তারা বেশিরভাগই সিরিয়ার সংঘাত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।

স্থানীয় অ্যাক্টিভিস্ট মিডিয়া কালেক্টিভ সুওয়াইদা ২৪-এর এডিটর-ইন-চিফ রায়ান মারুফ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, এক সময় বেশিরভাগ মানুষ নিরপেক্ষ বা অনিশ্চিত ছিল, কিন্তু এখন তারা রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া তাদের জীবনের উন্নতি হতে পারে বলে